ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলায় দুই শতাধিক ইহুদি গ্রেফতার

সারে-জমিন

সম্প্রীতি রক্ষায় মুসলিমরা লক্ষ্মীপুজোয়ও সক্রিয়

রূপসী বাংলা

গাজায় অভিযান উগ্রবাদের পালে হাওয়া দেবে

সম্পাদকীয়

ব্রান্ড ফকিরের জুমলাবাজি: একটি কাল্টের জন্ম

রবি-আসর

৭৭১ রানের ম্যাচে ৫ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৯ অক্টোবর, ২০২৩
১১ কার্তিক ১৪৩০
১৩ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 290 ■ Daily APONZONE ■ 29 October 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

হিরানন্দানিকে সংসদ লগ ইন পাসওয়ার্ড দিয়েছি, স্বীকার মহুয়ার

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছেন, তিনি ব্যবসায়ী এবং তার বন্ধু দর্শন হিরানন্দানিকে তাঁর সংসদ লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন যাতে লোকসভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি তার অফিস থেকে টাইপ করে দেয়। তাই হিরানন্দানির অফিসের কেউ একজন সেই প্রশ্নটি টাইপ করেন যা আমি সংসদের ওয়েবসাইটে দিয়েছিলাম। প্রশ্ন করার পরে, তারা আমাকে অবহিত করদতে ফোন করত এবং আমি একবারে সমস্ত প্রশ্ন পড়তাম। কারণ আমি সর্বদা আমার নির্বাচনী এলাকায় ব্যস্ত থাকি। প্রশ্ন করার পর আমার মোবাইলে একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) আসে। আমি সেই ওটিপি দিই ও কেবল তখনই প্রশ্ন সাবমিট করা হয়। সুতরাং, দর্শন আমার আইডিতে লগ ইন করবেন ও নিজে প্রশ্ন করবেন এমন ধারণাটি হাস্যকর। দর্শন হিরানান্দি "হলফনামা" দিয়ে বলেছিলেন যে মৈত্র তাকে তার সংসদের লগইন এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন যাতে তিনি তার পক্ষে প্রশ্ন পোস্ট করতে পারেন। তার উত্তরে মহুয়া এ কথা জানান। হিরানন্দানি গ্রুপের সিইও দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকে উপহার হিসেবে তিনি যে জিনিসগুলি পেয়েছিলেন তা হল, একটি স্কার্ফ, কিছু লিপস্টিক এবং আই শ্যাডো সহ অন্যান্য মেকআপ সামগ্রী।

যদিও তিনি ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং তাকে জেরা করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান। সংসদে প্রশ্ন করার বিনিময়ে হিরানন্দানির কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠার মধ্যেই তিনি এই মন্তব্য করলেন। সংসদের এথিক্স কমিটি তাকে ৩১ শে অক্টোবর তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তলব করেছে, কিন্তু মহুয়া তার নির্বাচনী এলাকা কৃষ্ণনগরে 'পূর্ব-প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মসূচির' কারণে আরও সময় চেয়েছেন। এথিক্স কমিটির অধিকাংশ সদস্যই বলেছেন, মৈত্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ গুরুতর এবং এটি সংসদীয় বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দিল্লির আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদরাই ইতিমধ্যেই তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন এবং তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। শুক্রবার মৈত্র দেহাদরাই-র বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তিনি যে জাতীয় গুরুত্ব পাচ্ছেন, তার যোগ্য নন তিনি।

অর্থ সঙ্কটে গুজরাতে ৭ জনের গণআত্মহত্যা

তিনজন শিশু সহ সবাই একই পরিবারের

আপনজন ডেস্ক: যে গুজরাতকে দেশের মধ্যে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত বলে জাহির করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি সেই গুজরাতের সুরাতে আর্থিক সমস্যার কারণে গণআত্মহত্যায় তিন শিশুসহ একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সুরাতের পালনপুর পটিয়া এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টে। শনিবার সকালে এক আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর পরিবারের সাতজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সাত, পাঁচ ও তিন বছর বয়সী শিশু প্রাণ হারিয়েছে। পুলিশ সূত্র প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহ করছে মণীশ সোলাঙ্কি নামে ওই ব্যবসায়ী শুক্রবার গভীর রাতে আত্মহত্যার আগে তার বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানদের বিষ প্রয়োগ করেছেন। যদিও এ বিষয়ে আরও জানা যায় ঋণগ্রহীতাদের তিনি যে ঋণ দিয়েছিলেন তা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তার কারণেই সপরিবারে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তারা।

সপরিবারের মৃত্যুর সন্দেহ জাগে যখন প্রতিবেশীরা তাদের ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পান। এ ব্যাপারে সংস্বাদ সংস্থা সূত্র জানিয়েছে, সুরাতের পালনপুর পটিয়ার সি২ শ্রী সিদ্ধেশ্বর কমপ্লেক্সের জি-১ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পারেন। দখলদারদের সাথে যোগাযোগের

চেষ্টা করা হলে সংশ্লিষ্ট বাসিন্দারা সুরাত পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করেন।

আদাজান থানার কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে জোর করে মূল দরজায় প্রবেশ করেন। ভিতরে তারা সোলাঙ্কি পরিবারের সাত সদস্যের প্রাণহীন দেহ দেখতে পান। নিহতরা হলেন মনীশ সোলাঙ্কি (৩৫), তার স্ত্রী রিতা (৩২), তাদের সন্তান দিশা (৭), কাব্য (৫) ও খুশাল (৩)। অন্য দু'টি মৃতদেহ ছিল মণীশের বাবা কান্তিলাল সোলাঙ্কি (৬৫) ও শোভনা (৬০)।

মণীশ মূলত আমরেলি জেলায় অবস্থিত সাভারকুন্ডলা থেকে এখানে এসে বসবাস করছেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তার পরিবারের সাথে সুরাতে বসবাস করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি এবং তার পরিবার যেখানে থাকতেন সেই একই বিল্ডিংয়ের মধ্যে তার চারটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। শনিবার বিকেলে পুলিশ লাশগুলো নিউ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে অপরাধ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত ও তদন্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, মণীশ একাধিক ব্যক্তিকে ঋণ দিয়েছিলেন এবং দীপাবলি উৎসব ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি এই ঋণগুলি পরিশোধের অনুরোধ করেছিলেন। তাতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আদাজান পুলিশের ধারণা, সেই হতাশা থেকেই এই ধরনের চরম পদক্ষেপ নিয়েছে তার পরিবার। সুরাটের মেয়র নিরঞ্জন জাঞ্জমেরা বলেন, মনে হচ্ছে সোলাঙ্কি গলায় ফাস দেওয়ার আগে তার পরিবারের সদস্যদের বিষ পান করান। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

আপনজন ডেস্ক: রেশন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত অর্থ পাচারের মামলায় গ্রেফতার পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা কর্তৃক গ্রেফতারের পর মল্লিককে ১০ দিনের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। আদালতে শুনানির সময় মন্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং শুক্রবার তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য শহরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইপাসের ধারে অবস্থিত বেসরকারি হাপাতালের এক সিনিয়র ডাক্তার যিনি জ্যোতিপ্রিয়র "মল্লিকের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণদলের একজন সদস্য তিনি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, 'মন্ত্রী রাতে ভালো ঘুমিয়েছেন। তিনি কোনও অস্বস্তি অনুভব করার বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেননি। শুক্রবার রাতে এক বুলেটিনে বলা হয়, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, রেনাল প্রতিবন্ধকতা, ডাইসেলেক্ট্রো লাইটেমিয়া এবং প্রি-সিনকোপের প্রাথমিক নির্ণয় নিয়ে মল্লিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মল্লিকের সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে কমান্ড হাসপাতাল আদালতে জানিয়েছে, তারা জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসার ভার নিতে পারছে না।

নয়া প্রতিশ্রুতি রাহুল গান্ধির

ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় থাকলে বিনামূল্যে শিক্ষা স্কুল-কলেজে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ছত্তিশগড়ের স্কুল-কলেজে বিনামূল্যে শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন রাহুল গান্ধি। এছাড়া 'তেন্ডু' পাতা সংগ্রহকারীদের জন্য বছরে ৪,০০০ টাকা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কাঁকের জেলার ভানুপ্রতাপপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি তার ভাষণে 'ওবিসি'কে তুলে ধরেন, তাহলে তিনি জাতিগত আদমশুমারিকে ভয় পাচ্ছেন কেন? তিনি বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দেশে জাতিগত আদমশুমারি করা হবে। ছত্তিশগড় নির্বাচনের প্রথম ধাপে ৭ নভেম্বর যে ২০টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে তার মধ্যে ভানুপ্রতাপপুর অন্যতম। দ্বিতীয় ধাপের ভোট গ্রহণ হবে ১৭ নভেম্বর। রাহুল বলেন, যদি কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় থাকে আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নেব। 'কেজি টু পিজি' অর্থাৎ কেজি (কিন্ডারগার্টেন) থেকে পিজি (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হবে। তাদের এক পয়সাও দিতে হবে না।

রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যদি রাজ্যে সরকার গঠন করে তবে তেন্ডু পাতা সংগ্রহকারীদের রাজীব গান্ধী প্রণোদনা যোজনার আওতায় প্রতি বছর ৪,০০০ টাকা দেওয়া হবে। আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তার অঞ্চলের অন্তর্গত ভানুপ্রতাপপুর আসন থেকে এটিকে একটি বড় ঘোষণা হিসাবে দেখা হচ্ছে। রাহুল গান্ধি আরও ঘোষণা করেন, কংগ্রেস দিল্লিতে (কেন্দ্রে) ক্ষমতায় এলে দেশে জাতিগত আদমশুমারি করবে। যদিও আমরা ইতিমধ্যেই ছত্তিশগড়ের জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। রাহুল দাবি করেন, ছত্তিশগড়ে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM
NURSING
(3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

যোগাযোগ

ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৯০ সংখ্যা, ১১ কার্তিক ১৪৩০, ১৩ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

বৈশ্বিক অস্থিরতা

সারা বিশ্ব আজ বড় অস্থির। করোনা মহামারি হইতে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই জন্য তাহাদের অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে বিশ্বে নূতন করিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো মীমাংসা না হইতেই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেনে বিশ্বের এক নম্বর গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার হামলা আজও চলমান। অন্যদিকে বিশ্বের মোট তেলের ৫২ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৩ শতাংশের মজুতের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত। ফলে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। ইহাতে দেশে দেশে দেখা দিয়াছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি যেইখানে ছিল ১.৯৩ শতাংশ, সেইখানে ইহা গত বত্সর ছিল ৮.২৭ শতাংশ। এই বত্সর শেষ নাগাদ তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা কেহ জানি না। যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে আজ দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কী হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। করোনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স ছিল বেশ সন্তোষজনক। এশিয়ার টাইগার হিসাবে বাংলাদেশ আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু করোনা ও যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার উপর নির্বাচনি বত্সরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এইখানেও অর্থনৈতিক চাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি অস্থির হইয়া উঠিলে অর্থনীতিতে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্তসহ বিপাকে পড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি। সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও টাকার অবমূল্যায়ন এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বড় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। যদিও চলতি অর্থবত্সরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হইয়াছিল ৭.৩ শতাংশ, তবে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী তাহা হইতে পারে ৫.৬ শতাংশ। আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ীও আমরা রহিয়াছি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে। আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস, শিল্প খাতে বিপর্যয়, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপণ্য চাহিদামতো স্থানান্তর সংকট, রাজস্ব আদায়ে ধস, রিজার্ভ হ্রাস, ডলার-সংকট, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন হুমকির মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বালানিসংকট, অর্থপাচার, করপোরেট সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণও দায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য। মর্গান স্ট্যানসির গবেষণায় অর্থনীতিবিদরা দেখাইয়াছেন যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট দেশজ উত্পাদন হইবে ২.৯ শতাংশ, যাহা গত বত্সর ছিল ৩.৪ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে এবং সম্ভাব্য আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বমন্দা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা। কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নেতাদের এই আবেদন কি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে আদৌ পৌঁছাইবে বা পৌঁছাইলেও কি তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলি বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাহা হইতে পারে বিপজ্জনক। তাই এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতাদের উচিত নিজেদের বিরোধ-বিসংবাদ যতখানি সম্ভব দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ও জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

বর্তমান পরিস্থিতি ১৯১৪ সালের চেয়েও ভয়ঙ্কর

বাস্তবতা হলো, ১৯১৪ সালের বিশ্ব আর আজকের বিশ্বের মধ্যে বিস্তর তফাত। পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বর্তমানে এক প্রকার ম্লান হয়ে গেছে, বলা যায়। দ্রুত গতির বৈশ্বিক উন্নয়নের ফলে শক্তি ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। আজকের যুগে চ্যালেঞ্জ মানেই তার উত্তাপ বয়ে যায় বিশ্বব্যাপী। এই অর্থে, সুযোগগুলোও বৈশ্বিক। এর ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ছোঁয়ায় আমূল বদলে যাওয়া পৃথিবী ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং যার ফলে লাখ লাখ মানুষের দুর্দশা লাঘব হয়েছে–এই কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। লিখেছেন **কার্লো রোভেলি**।

১৯১৪ সালের কথা। ইউরোপের দেশগুলো মেতে ওঠে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায়। আর্ম রেসের পাশাপাশি অর্থনীতিকে দ্বিগুণ করে গড়ে তোলার উদ্দাম প্রতিযোগিতা চলে সমান তালে। চারদিকে দেখা দেয় অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা। ঠিক এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে তরুণ আলবার্ট আইনস্টাইন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলহেলম ফোর্স্টার, ফিজিওলজিস্ট জর্জ ফ্রেডরিখ নিকোলাই ও দার্শনিক অটো বুয়েক এক জায়গায় জড়ো হন কিছু একটা করার চিন্তা থেকে। আমন্ত্রিত পণ্ডিত, শিল্পী তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইউরোপের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করেন বিশেষ ইশতেহার। স্বাক্ষরিত ইশতেহারে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়, দেশগুলোর কাছ থেকে ইউরোপ তথা বিশ্ব ঠিক কী আশা করে। এতে জোর দিয়ে বলা হয়, 'ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা রুখতে সংস্কৃতির পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করুন, জাতীয়তাবাদী আবেগকে সামলান, এবং হানাহানির রাস্তা থেকে সরে এসে ইউরোপকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।' সর্বোপরি, অঙ্কিত হয় এক নতুন রূপরেখা–ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পরিতাপের বিষয়, বিজ্ঞজনদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি মোটেই। তাদের কথা শুনেছে, এমন দেশ ছিল হাতে গোনা। এরপর কী ঘটে? পরপর দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়ে মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খায় ইউরোপ, যার সাক্ষী গোটা বিশ্ব। ইউরোপ হারায় তার স্বকীয় মর্যাদা। অবসান ঘটে ইউরোপের দৌরাত্ম্যের। সত্যি বলতে, আবারও সেই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি আজকের ইউরোপ। কোনো সন্দেহ নেই, ইউরোপ তো বটেই, পুরো বিশ্বই কঠিন ঝুঁকির সম্মুখীন। একদিকে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে সমৃদ্ধি অর্জনের জোর প্রতিযোগিতা। অর্থাত্, অবস্থা ঠিক আগের মতোই–বিপর্যয়ের পদধ্বনি!

বাস্তবতা হলো, ১৯১৪ সালের বিশ্ব আর আজকের বিশ্বের মধ্যে বিস্তর তফাত। পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বর্তমানে এক প্রকার ম্লান হয়ে গেছে, বলা যায়। দ্রুত গতির বৈশ্বিক উন্নয়নের ফলে শক্তি ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। আজকের যুগে চ্যালেঞ্জ মানেই তার উত্তাপ বয়ে যায় বিশ্বব্যাপী। এই অর্থে, সুযোগগুলোও বৈশ্বিক। এর ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ছোঁয়ায় আমূল বদলে যাওয়া পৃথিবী ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং যার ফলে লাখ লাখ মানুষের দুর্দশা লাঘব হয়েছে–এই কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। যদিও এসবের মধ্যেও 'কিন্তু' রয়েছে! উন্নয়নের প্রশ্নে একদিকে আমরা ব্যাপকভাবে এগিয়ে গিয়েছি, অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সীমিত করার ক্ষেত্রেও ডুবে আছি উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়। এর সঙ্গে রয়েছে সংঘাত-সংঘর্ষ তথা সংকট-সংকটাবস্থা। এসবের মধ্যে আবার আছে প্রক্সি যুদ্ধের মতো বিষয়।

ওপরের প্রবণতাগুলোর ফলে বর্তমান বিশ্বে কী ঘটছে? অবশ্যই ভালো কিছু নয়। পক্ষগুলো একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভয়ংকর, লোমহর্ষক, অসভ্য খেলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ, সংঘাত। অর্থনীতি এক পা এগোচ্ছে তো দুই পা পেছোচ্ছে। অর্থাত্, পরিস্থিতি ঠিক সেই আগেকার যুগের মতো–ফ্রান্স ও জার্মানির হাত ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় বিশ্ব। সবকিছুকে ছাপিয়ে চিন্তার বড় কারণ হলো, বৈশ্বিক সংঘাত এমন পর্যায়ে উপনীত, পারমাণবিক ঝুঁকি গরম নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের ওপর। পরিতাপের বিষয়, সমাজ ও রাষ্ট্র আরো একটা বিশেষ প্রবণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিজীবী-শ্রেণির কথা শুনছেন না কেউই–ঠিক যেভাবে শোনা হয়নি আইনস্টাইনদের কথা। অথচ বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বের অবসানে জ্ঞানের সীমানাপ্রাচীর তুলে নেওয়া একান্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞ মহলের চিন্তাভাবনা, পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে শান্তির পথ খোঁজা সহজতর হবে নিঃসন্দেহে। উদ্বেগ রয়েছে আরেক জায়গায়। বুদ্ধিজীবীদের মতোই গুরুত্ব পাচ্ছে না তরুণপ্রজন্ম। এই অবস্থায়, চলতি শতাব্দীর তরুণপ্রজন্ম যেন কেবল সাধারণ বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা না করে, বরং কীভাবে গোটা গ্রহের ভবিষ্যত্ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়াস পায়, সে বিষয়ে কাজ করা দরকার। যদিও এসব নিয়ে আমরা ততটা চিন্তিত কি না, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। উল্লেখ না করে উপায় নেই, গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়নের সুবিধাদি নিয়ে যারা এক সময় সমালোচনা করত, লম্বা লম্বা কথা বলত, তারাও আজ বৈশ্বিক ভাঙন দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত। বিশ্ব যেভাবে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জামাদির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়ে উঠেছে, তাতে করে গ্লোবালাইজেশনের নেতিবাচক দিক নিয়ে আরো কথা উঠবে আগামী দিনগুলোতে।

> উন্নয়নের প্রশ্নে একদিকে আমরা ব্যাপকভাবে এগিয়ে গিয়েছি, অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সীমিত করার ক্ষেত্রেও ডুবে আছি উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়। এর সঙ্গে রয়েছে সংঘাত-সংঘর্ষ তথা সংকট-সংকটাবস্থা। এসবের মধ্যে আবার আছে প্রক্সি যুদ্ধের মতো বিষয়।

আজকের বিশ্বে আমরা কী লক্ষ করছি? কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতার ছড়াছড়িও নেহাত কম নয়। বিভিন্ন জরিপের দিকে তাকালে দেখা যায়, জনমতের ঘাটতি দেশে দেশে। এর সঙ্গে মাথা চাড়া দিচ্ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। সত্যি বলতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। যদি বলা হয়, এই দাবির ভিত্তি কী, এটা কীভাবে সম্ভব? তাদের উদ্দেশে বলব, মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিন কিংবা ইউরোপীয় বা মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা শুনুন–সব বুঝে যাবেন নিজে থেকেই। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বব্যাপী সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে, এক ক্যালেন্ডার বর্ষে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় বেড়েছে ৩.৭ শতাংশ, অর্থের হিসাবে যা ২,২৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের। এটা তো রেকর্ড! সামরিক ব্যয় বেড়েছে ইউরোপেও–সামরিক ব্যয়ের প্রশ্নে ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে এই অঞ্চল।

অনেকের চোখে চীনকে দেখা হয় 'বড় ধরনের হুমকি' হিসেবে। ধারণা করা হয়, শি জিনপিং চীনকে এমন এক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন, যা ওয়াশিংটনের আধিপত্যকে রুখে দেবে অনায়াসে। শুধু তাই নয়, বেইজিং বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান যুদ্ধের বিষয়েও নাক গলাচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনি আদেশকে (ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল অর্ডার) নৈতিক ভিত্তি হিসেবে ধরে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন পক্ষকে অনুপ্রাণিত করলেও দিন শেষে এটা মাথায় রাখতে হবে, বিভিন্ন অঞ্চলে যে রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধ চলছে, তা ভূ-রাজনৈতিক খেলা (জিওপলিটিক্যাল গেম) বই আর কিছুই নয়। মধ্যপ্রাচ্যের কথাই যদি ধরা হয়, একে 'খেলা' না বলে উপায় কী?

পশ্চিমা বিশ্বের জন্য মনে রাখা জরুরি, এই অঞ্চল বর্তমানে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন, যেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে, ঠিক কোন পথ ধরে এগোতে হবে। অনেক রাস্তার মধ্য থেকে একটামাত্র রাস্তাকে বেছে নিতে হবে। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে, এই কথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও কঠিন বাস্তবতা, এখানকার পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার কোনো বিকল্প নেই। আসলেই, পশ্চিমারা এখনো শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার বিচারে অনেক এগিয়ে, এবং এ-ও সত্য, অপ্রতিরোধ্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনে অযৌক্তিক ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তারা তালিকার ওপরের দিকেই অবস্থান করছে। এই হিসাবনিকাশ পশ্চিমা বিশ্বকে যে অস্তিত্বের মুখে দাঁড় করাবে না, তার গ্যারান্টি কী? আজকের বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে উচ্চকণ্ঠ। রাস্তায় বিক্ষোভ করছে লাখ লাখ তরুণ-তরুণী। পূর্বে ঝাও টিংইয়াং, পশ্চিমে লরেঞ্জো মার্সিলির মতো রাজনৈতিক দার্শনিকেরা কাজ করে যাচ্ছেন নিবিষ্ট মনে। জাতিসংঘের অসামান্য ভূমিকা তো বটেই, দালাই লামা থেকে পোপ পর্যন্ত–সবাই কাজ করে যাচ্ছেন নিজ নিজ জায়গা থেকে, এবং এর সঙ্গে রয়েছে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। সবার যেন একই কথা–'বিশ্বই আমাদের মাতৃভূমি'। এই কণ্ঠস্বর কি আরো জোরে শোনা যেতে পারে না?

তরুণ আলবার্ট আইনস্টাইন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলহেলম ফোর্স্টার, ফিজিওলজিস্ট জর্জ ফ্রেডরিখ নিকোলাই ও দার্শনিক অটো বুয়েকের মতো আজকের প্রজন্ম যদি এক জায়গায় জড়ো হয়ে করণীয় নির্ধারণ করে দেয়, বিশ্ব কি শুনবে তাদের কথা? মিডিয়া কি দয়া করে শুনবে সেই আওয়াজ? রাজনীতিবিদদের কর্ণকুহর পর্যন্ত কি পৌঁছাবে সেই ধ্বনি? নাকি ১৯১৪ সালে আইনস্টাইনের ইশতেহারের মতোই সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে? আমরা যেন এই কথা কোনোভাবেই ভুলে না যাই–কয়েক কোটি মানুষ অস্তিত্বের ঝুঁকিতে রয়েছে, আর সেই ঝুঁকি সঙ্গে করে বয়ে এনেছে 'পারমাণবিক শঙ্কা'।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ:

বারিয়া আলামুদ্দিন

গাজায় অভিযান উগ্রবাদের পালে হাওয়া দেবে

আইএস ও আল-কায়েদা থেকে হিজবুল্লাহ ও কুদস ফোর্স, সহিংস বর্ণবাদী এবং উগ্র ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী–এদের প্রত্যেকেই গাজার সহিংসতাকে পুঁজি করছে। এখন পর্যন্ত আমরা ভয়াবহ রক্তপাত প্রত্যক্ষ করেছি। উগ্রবাদী এই গোষ্ঠীগুলো আরও বেশি রক্তপাত আর হানাহানির হুমকি দিচ্ছে এখন।

গত তিন বছরের মধ্যে ইউরোপের মাটিতে এই প্রথম সুইডেনের একজন নাগরিককে গত সপ্তাহে আইএস হত্যা করেছে। পশ্চিমে ইহুদি ও মুসলিমদের ওপর চলমান নিপীড়নের মধ্যে শিকাগোতে খুন হয়েছে ছয় বছর বয়সী ফিলিস্তিনি-আমেরিকান একটি ছেলে। ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়ির মালিক দুজনকেই উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় তিনি 'তোমরা মুসলিম, তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে' বলে চিৎকার করছিলেন। দুই পক্ষের বেসামরিক জনগণ খুন হওয়ায় যাঁরা সমালোচনা করেছেন, তাঁরা হত্যার হুমকি পেয়েছেন; তাঁদের ইনবক্সগুলো ঘৃণাসূচক ই-মেইলে ভরে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরও খারাপ কিছু ঘটার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলি অবসরকালীন ভাতাভোগী, নারী ও শিশুদের নির্বিচার খুন করায় আল-কায়েদা আনন্দে আত্মহারা। তারা এই হত্যাযজ্ঞকে আধুনিক ইতিহাসে যত তথাকথিত ইসলামি যুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে উজ্জ্বলতম বলে অভিহিত করেছে। এর অর্থ হলো এই হামলা তাদের কাছে নাইন-ইলেভেনের 'জিহাদি' হামলার চেয়েও গুরুত্ববহ। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যতই হামাসকে 'আইএস' বলে আখ্যায়িত করুন না কেন, আদতে আইএস হামাসকে ঘৃণা করে। তারা তাদের যোদ্ধাদের হামাসের সঙ্গে যুক্ত হতে নিষেধ করেছে। কারণ তারা মনে করে হামাস হলো জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মত্যাগী। আইএস এবং আল-কায়েদার চ্যানেলগুলো এখন পুরোদমে সক্রিয়। ফিলিস্তিনি শিশুদের মরদেহ দেখিয়ে তারা বিক্ষুব্ধ মানুষকে তাদের নারকীয় কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে। আইএসের আল নাবা সংবাদপত্র থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ইহুদিদের, তাদের প্রার্থনাস্থল এবং পশ্চিমা ও ইসরায়েলি দূতাবাসকে নিশানা করে হামলা চালানোর দাবি করা হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতি উগ্র পশ্চিমাদের ভালোবাসা, ভক্তি ও শর্তহীন সমর্থন, অস্ত্র ও অর্থের প্রতিশ্রুতির খবর জঙ্গিগোষ্ঠী পরিচালিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কী বার্তা পৌঁছাচ্ছে সে সম্পর্কে জো বাইডেন, ঋষি সুনাক বা উরসুলা ভন ডার লিয়েন হয়তো জানেন না। এই গোষ্ঠীগুলো তাদের সমর্থকদের মনে করিয়ে দিতে চাইছে যে পশ্চিম কখনো তাদের মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে চলা ক্রুসেড থেকে সরে আসেনি। এই বর্বর সন্ত্রাসী প্রচার কার্যক্রম পুঁজি করছে আরব বিশ্বের হতাশা আর বিভ্রান্তিকে। কারণ, আরব বিশ্ব মনে করছে পশ্চিমাদের পক্ষপাত, তাদের বর্ণবাদী আচরণ বদলায়নি। কিছু পশ্চিমা নেতা তাঁদের বক্তব্যে ভারসাম্য রাখার কোনো চেষ্টাই করেন না। তাঁদের বড় অংশ ফিলিস্তিনিদের ওপর চলা গণহত্যাকে স্বীকারই করেন না। যদিও এই নেতাদের মধ্যে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম ল্যানি জলির অবস্থান ছিল সহানুভূতিশীল। তিনি গাজার ভয়াবহ অমানবিক পরিস্থিতির কথা বলেন। ইরান সরকার-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোও গাজার এই উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে ইরাক, সিরিয়া ও অন্যান্য জায়গায় অবস্থানরত পশ্চিমাদের নিশানা করে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে। ইয়েমেন থেকে ছোড়া ড্রোন ও ক্রুজ মিসাইল যুক্তরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় করেছে। তেহরানের সহায়তাপুষ্ট মিলিশিয়ারা ইসরায়েল-সিরিয়া-লেবানন সীমান্ত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কুদস ফোর্সের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এখানে একটি বহুজাতিক বাহিনীর কাজ শুরুর কথা, যারা হামাসের সঙ্গে সমন্বয় করে চলবে। লেবানন সীমান্তে আল-হাশদ আল-শাবির জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে আল-সুহাদার কমান্ডার আবু আলা আল-ওয়ালাইকে দেখা গেছে।

নেতানিয়াহু হামাসকে নির্মূলের অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে যা করছেন তাতে করে শুধু একটা তিতিবিরক্ত প্রজন্ম তৈরি হবে। তারা চেষ্টা চালাবে প্রতিশোধ নেওয়ার। ফিলিস্তিনি রাজনীতিক হানান আশরাবি সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় চালানো এই অভিযান মধ্যমপন্থী ফিলিস্তিনিদের জন্য অবমাননাকর। কারণ, তাঁরা বহু বছর ধরে সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজেছেন। এই অভিযান বরং উগ্রবাদিতার পালে জোরেশোরে হাওয়া দেবে।

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, সংক্ষেপে অনূদিত

প্রথম নজর

গাজায় যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে অন্তত ২৯ সাংবাদিকের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গত তিন সপ্তাহে অন্তত ২৯ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। নিহত এই সাংবাদিকদের মধ্যে ২৪ জন ফিলিস্তিনের, ৪ জন ইসরায়েলের এবং একজন লেবাননের নাগরিক। শনিবার সাংবাদিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা সংস্থা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে এই তথ্য।
এদিকে, শুক্রবার রাতে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে গাজার ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিজে। বিবৃতিতে এ সম্পর্কে বলা হয়, 'ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় একদিকে সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, অন্যদিকে গাজায় সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত প্রতিনিধিরাও তাদের সংবাদ নিউজ স্টেশনে পাঠাতে সীমাহীন ভোগানিতে পড়েছেন। ফলে, গাজায় হালনাগাদ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে পারছে না।'
ইন্টানেটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী লন্ডনভিত্তিক সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর গত ২১ দিনের গোলাবর্ষণে গাজা উপত্যকায় সক্রিয় ইন্টারনেট অপারেটিং সংস্থাগুলো আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে; একমাত্র টিকেছিল গাজার বৃহত্তম ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পালটেল।

গাজায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার ঘোষণা ইলন মাস্কের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। তিনি বলেছেন, গাজায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর জন্য ইন্টারনেট সংযোগ দেবে তার প্রতিষ্ঠান স্টারলিঙ্ক।
ইসরাইলের হামলায় গাজা উপত্যকায় মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিশ্ব থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে হয়েছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটি। এই অবস্থায় স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। এর মধ্যেই বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী।
এমন পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই গাজায় ইন্টারনেট সরবরাহের জন্য ইলন মাস্কের প্রতি আহ্বান জানান। এরপরই শনিবার (২৮ অক্টোবর) এক ঘোষণায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার বলেন মার্কিন বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক।
তবে এ ব্যাপারে গাজা থেকে এখনও কেউ তার সঙ্গে বা তার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেয়া এক পোস্টে মাস্ক বলেন, 'গাজায় ইন্টারনেট সংযোগের কর্তৃপক্ষ কারা তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, এখন পর্যন্ত কেউ ইন্টারনেট সংযোগ চেয়ে কেউ আবেদন করেনি।'
এদিকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরাইল। বিমান হামলার পাশাপাশি শনিবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরাইলি সেনারা। হামাসের প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে শুরু হয় স্থল যুদ্ধ যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলায় দুই শতাধিক ইহুদি গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় দখলদার ইসরায়েলের ক্রমাগত বোমা হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের গ্রান্ড সেন্ট্রারাল স্টেশনে বিক্ষোভ করেছে তিন শতাধিক ইহুদি। এ সময় তারা গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় মার্কিন পুলিশ তাদের বিক্ষোভ ভন্ডুল করে দেয়।
নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, বিক্ষোভে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ২০০ শতাধিক ইহুদিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেক যুবক বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ করে। এতে লেখা রয়েছে দ্রুত গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করুন।
ইহুদি সংগঠন ভয়েস ফর পিস নিউ ইয়র্ক সিটি এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। সংগঠনটি জানিয়েছে বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভে বহু মানুষ অংশ নেওয়ায় শহরের কেন্দ্রীয় রেল স্টেশনটি বন্ধ করে দেয়া হয়।
বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা নিহত ফিলিস্তিনিদের জন্য শোক প্রকাশের আহ্বান জানান, একই সঙ্গে তারা স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে স্মরণকালের ভয়াবহ রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতে ১৪০০ ইসরায়েলি নিহতের পাশাপাশি জিম্মি করা হয় ২২০ জনকে। এ ঘটনার পর গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামলায় এ পর্যন্ত সাড়ে সাত হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যার মধ্যে ৩ হাজারের বেশি শিশু।

হামাসের হামলায় 'ঝুঁকির মুখে' ইসরাইলের প্রযুক্তি খাত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘাত শুরুর পরপরই ইসরায়েলে পরিচালিত প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে নিরাপত্তা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন বিনিয়োগকারী ও বিশ্লেষকরা।
হামাসের আক্রমণের পর রোববার ইসরাইলের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারমূল্য কমে যায়। হামাসের ছোড়া কয়েকটি রকেট রাজধানী তেল আবিব পর্যন্তও পৌঁছে যায়। ফলে, বিভিন্ন ফ্লাইট বন্ধ করতে বাধ্য হয় পশ্চিমা সমর্থিত রাষ্ট্রটি।
এর বিপরীতে আকাশপথে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে গাজায় শত শত মানুষ হত্যা করেছে ইসরাইল।
বেশ কয়েক দশক ধরে ইসরাইলের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত হল 'হাই-টেক' শিল্প, যা রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইসরাইলের সামগ্রিক কর্মীর ১৪ শতাংশ ও স্থানীয় উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশে ভূমিকা রাখে এ সেক্টর।
মার্কিন বিনিয়োগ কোম্পানি 'এলপিএল ফাইনান্সিয়াল'-এর বৈশ্বিক পরিকল্পনা প্রধান কুইনসি ক্রসবি বলেন, ইসরাইলের বিভিন্ন কোম্পানির ভৌত অবকাঠামো রক্ষায় সম্ভবত 'ব্যপক প্রচেষ্টা' চালানো হবে। এর কারণ হল, প্রযুক্তি খাতের কিছু খরচ রাষ্ট্রটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।
রোববার ইনটেলের মুখপাত্র বলেন, তারা ইসরাইলের বিষয়টিতে গভীরভাবে নজর রাখছেন ও সেখানকার কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এ ছাড়া, ইসরাইলের প্রাইভেট খাতে সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকও মার্কিন এই চিপ নির্মাতা কোম্পানিটি।
তবে, এ পরিস্থিতির কারণে ইনটেলের চিপ উৎপাদনে কোনো প্রভাব পড়েছে কি না, সে সম্পর্কে রয়টার্সকে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ওই মুখপাত্র।
বিশ্বের বৃহত্তম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গ্রাফিক্স চিপ নির্মাতা এনভিডিয়া বলেছে, তারা আগামী সপ্তাহে তেল আবিবে আয়োজন করতে যাওয়া এআই সম্মেলনে যোগ দেবে না। কোম্পানির সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের ওই আয়োজনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল।
এই প্রসঙ্গে রয়টার্সকে তাৎক্ষণিক জবাব দেয়নি মেটা, গুগল ও অ্যাপলের মতো প্রযুক্তি জায়ান্টরা। এ ছাড়া, মন্তব্য করতে রাজি হয়নি মাইক্রোসফটও।

গাজায় গণহত্যার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে দায়ী করলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যাযজ্ঞের পেছনের মূলহোতা পশ্চিমারা বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।
শনিবার (২৮ অক্টোবর) ইস্তাম্বুলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে আয়োজিত বিশাল এক বিক্ষোভ-সমাবেশে এই মন্তব্য করেন তিনি।
হামাস-ইসরায়েল সংঘাতে তুরস্কের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, হামাস কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, বরং স্বাধীনতাকামী। আর ইসরায়েল অবৈধ দখলদার।
তিনি বলেন, 'আমরা সারা বিশ্বকে বলব, ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধী। আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। গাজায় গণহত্যার মূলহোতা পশ্চিম।'
ইসরায়েলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পশ্চিমারা ইসরায়েলের কাছে ঋণী, কিন্তু তুরস্ক ঋণী নয়।'
এর আগে, গত বুধবার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে লড়াই করে আসা গাজা উপত্যকার ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী হামাসকে পশ্চিমারা 'সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে দেখায় এর তীব্র সমালোচনা করেন এরদোগান।
তিনি বলেন, হামাস সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, বরং তারা স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা; যারা নিজেদের ভূমি রক্ষার জন্য লড়াই করছেন।
গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা ও হত্যাযজ্ঞের নিন্দাও জানান তিনি। এ সময় গাজায় 'অমানবিক' যুদ্ধের কারণে ইসরায়েল সফরের পরিকল্পনা বাতিল করছেন বলেও তিনি জানান।
এরদোয়ান বলেন, আমাদের ইসরায়েল সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে গেছে, আমরা যাব না।
তার এমন মন্তব্যের পর ইতালির উপ-প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও সালভিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্টের এমন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে এবং তুর্কি রাষ্ট্রদূতকে তলব করার প্রস্তাব দেব।
গত ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারীগোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার পাল্টায় গাজাজুড়ে বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলমান এই যুদ্ধে ইসরায়েলের হামলায় ৭ হাজার ৭০৩ জনের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে।
যুদ্ধ শুরুর পরপরই সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের ঘোষণা দিয়ে গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। আর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় মারা গেছেন অন্তত ১ হাজার ৪০০ জন। ইসরায়েলের টানা হামলার কারণে গাজার প্রায় ১৪ লাখ মানুষ ইতিমধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

উত্তর আফ্রিকার দেশ মিশরে একটি বাস এবং বেশ কয়েকটি গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাজাখস্তানে খনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ৩৩

আপনজন ডেস্ক: মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তানে একটি খনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরো ১৩ জন।
শনিবার (২৮ অক্টোবর) লুক্সেমবার্গভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম বহুজাতিক ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আর্সেলর মিত্তালের একটি খনিতে ওই দুর্ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা সিজিটিএন।
আর্সেলর মিত্তালের স্থানীয় ইউনিট অপারেটর আর্সেলর মিত্তাল তেমিরতাউ জানিয়েছে, মিথেন বিস্ফোরণ বলে মনে হওয়ার পরে কোস্টেনকো খনিতে ২৫২ জনের মধ্যে ২০৬ জনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'বিকাল ৪টা পর্যন্ত কোস্টেনকো খনিতে ৩২ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ১৩ জন খনি শ্রমিকের সন্ধান এখনও চলছে।'
কাজাখ প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভ আর্সেলর মিত্তাল গ্রুপকে 'আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ' কোম্পানি বলে অভিহিত করেছেন এবং তার সরকারকে কোম্পানির কাজাখ শাখার নিয়ন্ত্রণ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
আর্সেলর মিত্তালের কাজাখস্তানে মারাত্মক বিপর্যয়ের ইতিহাস রয়েছে। এর বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা ও পরিবেশগত বিধিবিধান মানতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
দেশটিতে আর্সেলর মিত্তাল পরিচালিত খনিতে এ নিয়ে গত দুই মাসে দ্বিতীয় বারের মতো এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলো। এর আগে গত আগস্টে এই কোম্পানির কারাগান্ডে নামের একটি খনিতে অগ্নিকাণ্ডে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এছাড়া ২০২২ সালের নভেম্বরে একই এলাকায় অবস্থিত একটি খনিতে মিথেন গ্যাস লিকের ঘটনায় পাঁচ শ্রমিক নিহত হয়।

হামদান মিশন

দ্বীন ও দুনিয়া শিক্ষার আদর্শ মিশন

বাগান্ডা (মনসাতলা), উলুবেড়িয়া, হাওড়া ৭১১৩১৫

যোগাযোগঃ 8777373539, 9038257355, 9836702479

ওয়েবসাইটঃ www.hamdanmission.org

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল

পঞ্চম শ্রেণি

1005, 1029, 1049, 1050, 1057, 1065, 1067, 1071, 1082, 1090, 1094, 1096, 1097, 1098, 1116, 1125, 1127, 1128, 1130, 1138, 1143, 1163, 1165, 1166, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1191, 1196, 1197, 1198, 1202, 1212, 1214, 1216, 1222

ষষ্ঠ শ্রেণি

1026, 1033, 1056, 1059, 1073, 1080, 1087, 1091, 1093, 1109, 1113, 1119, 1140, 1145, 1154, 1176, 1183, 1205, 1206, 1207, 1208, 1218, 1223

সপ্তম শ্রেণি

1060, 1063, 1066, 1070, 1072, 1075, 1077, 1085, 1115, 1121, 1129, 1131, 1144, 1162, 1169, 1172, 1178, 1193, 1195, 1199, 1209, 1217, 1220, 1224

অষ্টম শ্রেণি

1032, 1055, 1064, 1068, 1069, 1076, 1079, 1083, 1089, 1105, 1107, 1108, 1111, 1133, 1134, 1137, 1153, 1170, 1174, 1185, 1201, 1203, 1219

নবম শ্রেণি

1003, 1074, 1078, 1081, 1092, 1114, 1126, 1164, 1167, 1168, 1175, 1190, 1215

- মৌখিক পরীক্ষা ও অভিভাবক ইন্টারভিউ এর তারিখঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি - ০৪/১১/২০২৩ এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি - ০৫/১১/২০২৩ (সকাল ১০টা থেকে)।
- বিশেষ কারণবশত যারা উক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে পারেনি, কেবলমাত্র তাদের জন্য আগামী ২৬শে নভেম্বর পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন।
- বিঃদ্রঃ সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। যোগাযোগ করুন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৬ মি.

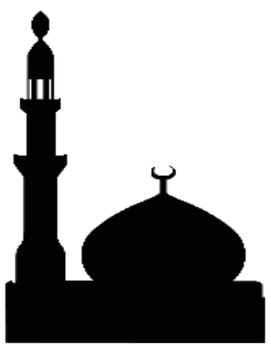

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৮	৫.৪০
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২৫	
মাগরিব	৫.০৬	
এশা	৬.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

মুহুর্মুহু বোমায় গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন গাজা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েল। শুক্রবার রাতভর এই হামলা চালায় দখলদার বাহিনী। এতে বন্ধ হয়ে গেছে গাজার মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা। এর মাধ্যমে কার্যত গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গাজা।
শুক্রবার গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কাতারের মধ্যস্থতায় হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে যেকোনো সময় যুদ্ধবিরতি হতে পারে। কিন্তু এরমধ্যেই ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় তীব্র বোমা হামলা শুরু করে। গাজা থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক জানিয়েছেন, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা হচ্ছে, গাজায় বড় কিছু অর্থাৎ স্থলঅভিযান শুরু করতে পারে ইসরায়েলি সৈন্যরা। এছাড়া যুদ্ধবিরতির আগে শেষবারের মতো তীব্র হামলা চালাতে পারে তারা।
তবে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা গাজায় স্থল অভিযান সম্প্রসারণ করবেন। বৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপের মধ্যেই তিনি গাজা সিটি থেকে বেসামরিক মানুষদের উত্তরাঞ্চলের দিকে সরে যেতে বলেছেন।

২৪ ঘণ্টায় গাজায় জাতিসংঘের ১৪ কর্মী নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বিমান বাহিনীর মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণে গত ২৪ ঘণ্টায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘের অন্তত ১৪ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে গত তিন সপ্তাহে গাজায় জাতিসংঘের নিহত কর্মকর্তা ও কর্মীদের মোট সংখ্যা পৌঁছাল ৫৩ জনে।
জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা বিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ ওয়ার্ক এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজি শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর গত ২১ দিনের বোমা বর্ষণে গাজায় ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন অন্তত ১৪ লাখ ফিলিস্তিনি এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার উপত্যকার ১৫০টি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই শিবিরগুলো পরিচালনা করে আনরোয়া।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর গাজার উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত ইরেজ ক্রসিংয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে কয়েক শ প্রশিক্ষিত হামাস যোদ্ধা। ঢোকার পর সেখানে কয়েকশ বেসামরিক মানুষকে হত্যার পাশাপাশি ২২০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জিম্মি হিসেবেও ধরে নিয়ে যায় তারা।
এই হামলার জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় বিমান অভিযান পরিচালনা শুরু করে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী, যা এখনও চলছে। গত ২০ দিনের এই যুদ্ধে ইসরায়েলে নিহত ১ হাজার ৪০০ জন।

প্রথম নজর

লক্ষ্মীপুজোর দিনে পুকুরে ডুবে মৃত্যু দুই নাবালিকার, শোকের ছায়া এলাকায়

বাবলু প্রামানিক ● নিমপীঠ

আপনজন: ঘটনাটি ঘটেছে বকুলতলা থানা এলাকার শাহজাদাপুর মন্ডলপাড়া গ্রামে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলায় জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানা এলাকার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের মন্ডল পাড়া এলাকার একটি পুকুরে স্নান করতে নেমে ডুবে যায় দুটি মেয়ে।
এরপর বাড়ির লোকজন তাদের মেয়েদেরকে খুঁজে না পেয়ে এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কোনভাবেই তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর হঠাৎ বাড়ির কাছে একটি পুকুরের পাশে গামছা ও চটি পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজনের । এরপর তড়িঘড়ি গ্রামবাসী ও পরিবারের লোকেরা ঐ পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মেয়ে দুটির দেহ দেখতে পাই জলের নিচে । এরপর তাদের দুজনকে উদ্ধার করে নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বকুলতলার থানার পুলিশ।
মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বকুলতলা থানার পুলিশ। এবং কিভাবে ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত করছে পুলিশ। ঘটনা কি কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।

বনহরিশপুরে ইসলামি জলসা

বিশ্বনবী দিবস'উপলক্ষে সম্প্রতি হাওড়া পাঁচলার বনহরিশ পুর জমাদার পাড়ায় একটি ইসলামী জলশায় ওয়াজ নসিহত করেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা মোসফেকিন সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য আলেম।
ছবি ও তথ্য: নুরুল ইসলাম খান

পুলিশ থেকে বাঁচতে ক্যানেলে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ মদ কারবারি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: চোলাই মদ তৈরি করার সময় আবগারি দপ্তরের বিশেষ অভিযান চলছিল। পুরিম বাহিনীক সঙ্গে নিয়ে সেই অভিযান চালানোর সময় তাদের হাত থেকে বাঁচতে পালাতে চেষ্টা করেন চোলাই মদের কারবারিরা। কিন্তু নিরুপায় হয়ে ক্যানেলের জলে ঝাঁপ মারেন বেশ কয়েকজন। এদের মধ্যে দুইজন জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে বলে দাবি এলাকাবাসীদের। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহর লাগোয়া ফকিরপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে শুক্রবার ক্যানেলের ধারে চোলাই মদ তৈরি চলছিল সেই সময় আবগারি দপ্তর বিশেষ অভিযান চালায়।,সেই অভিযান চালানোর সময় পুলিশের গাড়ি দেখে মদের হাঁড়ি নিয়ে ক্যানেলের জলে ঝাঁপ দেয় বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে গণেশ মল্লিক নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে যায়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জেলা ট্রাফিক ডিএসপি হেডকোয়ার্টার দুই রাকেশ কুমার চৌধুরী ও বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা পৌঁছে ক্যানেলে বোট নামিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন তবে ওই ব্যক্তির কোনরকম সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর আজ শনিবার সকালে জানা যায় কৃষ্ণা সাউ নামে আরো একজন নিখোঁজ আছে।তল্লাশি চালানোর পরও এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সম্প্রীতি রক্ষায় ধানসিমলা গ্রামে লক্ষ্মীপুজোয় সক্রিয় মুসলিমরাও

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার ধানসিমলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আয়োজনে পূজিতা হন ধনদেবী। শম্ভূনাথ কর্মকার মণ্ডপ বাঁধছেন। সাহায্য করছেন ইউসুফ মন্ডল। প্রতিমা আনছেন মধুসূদন সাহা আর পুজোর ফল কাটছেন মেহের আলি শেখ, আব্দুর রহমান মিদ্যারা। বছরের পর বছর ধরে ধনদেবীর আরাধনায় এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের এমন অনন্য সম্প্রীতির ছবি উঠে আসে বাঁকুড়ার ধানসিমলা সার্বজনীন লক্ষ্মীপুজোর মন্ডপে। বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের ধানসিমলা গ্রামে বছরের পর বছর ধরে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। বাজারে একে অপরের গায়ে লাগানো দোকানে ব্যবসা করার পাশাপাশি একে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এমনকি একে অপরের উৎসবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আয়োজন ও উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার রেওয়াজ এই গ্রামের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের মজ্জাগত। গত দশ বছর আগে এই গ্রামেই শুরু হয় ধনদেবীর আরাধনা। স্বাভাবিক ভাবেই সেই আরাধনায় হিন্দুদের পাশাপাশি যুক্ত হয়ে পড়েন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনও। লক্ষ্মী পুজোর আয়োজক কমিটিতে শম্ভূনাথ কর্মকারের পাশাপাশি নাম লেখা হয় শেখ মেহের আলিরও। মন্ডপ বাঁধা থেকে বাজার করা, ফল কাটা, ভোগের আয়োজন সবেতেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন শম্ভূনাথ কর্মকার, প্রকাশ কর্মকার, মধুসূদন সাহা, স্বপন নাগ, ইউসুফ মন্ডল, মেহের আলি শেখ, আব্দুর রহমান মিদ্যা, রহমত শেখরা। ধনদেবীর পুজো করে আনন্দ উচ্ছাসে একই সাথে মেতে ওঠেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের দাবী সারা বছর তাঁরা একসাথে বসবাস করেন। তাই পুজো বা উৎসবের সময় নিজেদের আর পৃথক করা যায় না।

গঙ্গায় স্নানে গিয়ে তলিয়ে গেল শিশু ছাত্র

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলো দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র। শনিবার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা গঙ্গা ঘাটে। তলিয়ে যাওয়া ওই ছাত্রের নাম সুরজিত দাস(৮)। তার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানের শিবমন্দির কাহারপারা এলাকায়। ছাত্রের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।
এদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ায় খবর পেয়ে ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা গঙ্গাঘাটে পৌঁছান সামসেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনযামামুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান সুমিত সাহা সহ অনান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে। তলিয়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্যাক্সিতে ফেলে যাওয়া ব্যাগ ফেরাল পুলিশ

নকীব উদ্দিন গাজী ● বজবজ

আপনজন: জানা যায় গত ২৪ তারিখ দিঘা থেকে ফিরছিলেন মহেশতলার নুঙ্গি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সমাপ্তি হালদার। ধর্মতলায় বাস স্ট্যান্ড থেকে একটি ট্যাক্সি ধরেন তিনি বাড়ি আসার জন্য। বেশ কয়েকটি ব্যাগ থাকার কারণে একটি ব্যাগ ট্যাক্সিতেই রেখে নেমে যান। অভিযোগ পাওয়ার পরই মহেশতলা থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই ট্যাক্সিটিকে চিহ্নিত করে ওই ট্যাক্সি চালকের থেকে উদ্ধার করা হয় হারিয়ে যাওয়া ওই ব্যাগ।
মহেশতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের তৎপরতায় ওই ব্যাগটি উদ্ধার করে শনিবার ওই ট্যাক্সিচালকের উপস্থিতিতে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবিন্দু সরকার নিজে মহিলার হাতে তার ব্যাগ তুলে দেন। জানা যায় ওই ব্যাগে নগদ ১৭০০ টাকা সহ তার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নথি ছিল।

পুজোর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: সর্বধর্ম সমন্বয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বার্তা দিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত-১ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং দত্তপুকুর থানা কর্তৃপক্ষ। এই তিন মহলের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজো পরিক্রমার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকেই ওই সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনিও এদিন ভারতীয় সাংস্কৃতিক কথা তুলে ধরে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বারাসাত-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডলরা (বাবলু) বলেন, 'প্রতিবছরের মত এ বছরও থানা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত ১৭৭ টি দূর্গাপুজো পরিক্রমা করা হয়, তাদের মধ্যে থেকে পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্বাচিত ১৫ টি পুজো কমিটিকে শারদ সম্মানের তালিকাভুক্ত করে পুরস্কৃত করা হয়েছে।'
এ দিন শারদ সম্মান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসত ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল (বাবলু), বারাসাত ব্লক-১ সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক সৌগত পাত্র, দত্তপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক সুজিত কুমার পাতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসা সরদার সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা, প্রধান-উপপ্রধানবৃন্দ ।

বাড়ি থেকে জার ভর্তি বোমা উদ্ধার

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার কাশিপুর অঞ্চলের গোপালপুর উত্তরপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায় রেজিনগর থানার ওসি মো: খুরশিদ আলম সহ তার টিম, ওই বাংড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মুরগি রাখার ঘর থেকে দু জার ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করে। তারপরেই ওই বাড়ির মালিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থল পাহারা দিয়েছিল পুলিশ। বোম স্কোয়াড কর্মীদের খবর দেওয়া হলে বোমা স্কোয়াড কর্মীরা এসে বোম গুলি নিষ্ক্রিয় করে। পুলিশ সূত্রে ধৃত ব্যক্তির নাম জানা যায় মোশারফ শেখ। ধৃত যুবককে শনিবার পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কি কারনে এত পরিমাণে বোমা বাড়িতে মজুদ করে রেখেছিল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেজিনগর থানার পুলিশ।

ইসরো বিজ্ঞানী বিজয় কুমারকে সংবর্ধনা

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে ইসরোর বিজ্ঞানী বিজয় কুমার দাই কে সংবর্ধনা প্রদান এবং ভারতীয় সেনায় নিযুক্ত কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হলো মুরুলীডাঙ্গাল গ্রামে । আজ বিকেল আনুমানিক ৫:৩০ নাগাদ বীরভূম ময়ূরেশ্বর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মল্লারপুর থানার মুরুলীডাঙ্গাল গ্রামের সার্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে চন্দ্রযান ৩ অভিযানের অন্যতম বিজ্ঞানী মল্লারপুরের ভূমিপুত্র দক্ষিণ গ্রামের বিজয় কুমার দাইকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এর পাশাপাশি গ্রামের আনুমানিক ১০ জন ভারতীয় সেনায় নিযুক্ত জওয়ান সহ পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ অসিত মাল ,বিশিষ্ট সমাজসেবী পথিক মন্ডল সহ ক্লাবের একাধিক কর্মকর্তাগণ ।৭০ হাজার টাকা বাজেটে আজ রাত্রে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পাশাপাশি আগামী দিনে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে।

রবি অবমাননার বিরুদ্ধে অব্যাহত বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আমরা যদি মনে করি বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসতে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন আন্দোলনে বসেছি। উনি যদি নির্দেশ দেন, বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসে বীরভূম ছাড়া করতে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে অবস্থান মঞ্চ থেকে হুমকি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক গদাধর হাজরার।
"শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট" বিশ্বভারতীর লাগানো ফলকে আচার্য নরেন্দ্র মোদি ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম থাকলেও ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। শুক্রবার সকালের মধ্যে ফলক খুলে দিয়ে নতুন ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম জুড়তে হবে। না হলে তৃণমূল আন্দোলনে নামবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ পড়ল দ্বিতীয় দিনে। দ্বিতীয় দিনে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অসিত মাল, নানুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গদাধর হাজরা। এদিন তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ থেকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সরাসরি হুমকি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের। গদাধর হাজরা বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। তৃণমূল করি। যদি মনে করি পাঁচ মিনিট সময় লাগবে না আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসতে। বীরভূম ছাড়া করতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ নেই। না হলে দেখিয়ে দিতাম।

লক্ষ্মীপুজোয় সেজে উঠছে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: লক্ষ্মীপুজো তাই সেজে উঠছে গোটা গ্রাম। দুর্গা অথবা কালীর আরাধনা হয়না গ্রামে। শুধুমাত্র লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতেন গোটা গ্রাম। তাই লক্ষ্মীর গ্রাম নামেই পরিচিত জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারি। প্রায় প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী পূজিত হন দেবী পক্ষের শেষের কোজাগরী পূর্ণিমাতে। কিন্তু এই ধন ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মীর পূজাকে কেন্দ্র করে জঙ্গল ঘেরা ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম দুরামারিতে মেতে ওঠে সর্বজনীন লক্ষ্মী পুজোর আকারে।
কোজাগরী লক্ষ্মী সাধারণত প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে পূজিত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রমী জলপাইগুড়ি জেলার দুরামারি গ্রাম। এখানে লক্ষ্মীদেবী কোজাগরী হিসেবে পূজিত হলেও সর্বজনীন ভাবেও তিনি পূজিত হন গোটা গ্রাম জুড়ে। দুরামারি এলাকায় লক্ষ্মী ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর আরাধনা সেভাবে হয় না। এমন কি দুর্গা বা কালী পুজোর আয়োজন করা হয়না সেই ভাবে।
শালবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুরামারির গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মী দেবী ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০থেকে ৪৫ টি পুজো আয়োজন করা হয়। গ্রামের মানুষ শুধু লক্ষ্মী আরাধনাই করে থাকেন । দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর মতোই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয় গোটা গ্রামকে। চলে বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে রাতভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লক্ষ্মী পুজোকে কেন্দ্র করে বসে বিরাট মেলা। সুন্দর ঝলমলে আকাশ। সন্ধ্যায় হেমন্তের আকর্ষন। প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠবে ধূপগুড়ি মহাকুমার ছোট্ট জনপদ দুরামারি গ্রাম। মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুজো আর সেদিন থেকেই শুরু হবে লক্ষ্মী দশমীর মেলা। ডুয়ার্সের খুট্টিমারি জঙ্গল থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে নাথুয়াহাট রাজ্য সড়কে দুরামারি। চারদিকে তিন ফসলি জমিতে ঘেরা একটি কৃষি বলয়। বাসিন্দারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন তাদের লক্ষ্মী দেবীর পা কোনদিন পড়বে গ্রামে। দুর্গাদেবী তাঁদের কাছে নিয়ম রক্ষার পুজো। কিন্তু মায়ের চেয়ে মেয়ের কদর বেশি এখানকার বাসিন্দাদের কাছে। মেয়ে লক্ষ্মীই যেন তাঁদের প্রানের দেবী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এই দিনগুলির জন্য স্কুলের টিফিন বাঁচিয়ে মাটির ঘটে পয়সা জমায়। দুর্গাপূজাতেও সেই ঘট ভাঙা হয়না। লক্ষ্মী পুজো শুরু হতেই ঘট ভেঙে টাকা পয়সার হিসাব চলে। ফের মেলা থেকে কেনা হয় মাটির ঘট। পরের বছরের লক্ষ্মী পুজোর মেলার জন্য পয়সা জমানোর পালা। বড়দের চিন্তা, দুর্গাপুজোয় নতুন জামা না হলেও লক্ষ্মী পূজায় লাগবেই। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি প্রতিটি বাড়ি ভরবে আত্মীয় স্বজনে। এলাকার বাসিন্দা ঝর্না সরকার, লিনা দে-রা বলেন, " জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই পুজো ও মেলায় একাকার হয়ে যাই। এলাকার যত ধনী-গরীব যত বাসিন্দা আছে সবার বাড়িতে কুটুম্বে ভর্তি হয়। কারও কারও বাড়িতে হয়ত অসম, শিলিগুড়ি, কোচবিহার বা যার যত দূরেই আত্মীয় থাক লক্ষ্মী পুজোয় দুরামারি আসবেই। চার-পাঁচ দিন সবাই আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে পুজো, মেলা দেখে হইহুল্লোর করে কাটাই।" দুরামারি বাজার, হাইস্কুল, একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চারপাশের এক দেড় কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে। শান্তিপাড়া তরুন সংঙ্ঘ, কাশিয়াবাড়ি ভাই ভাই ক্লাব, বাবুপাড়া, মধ্যপাড়া, নিউ গ্রীন স্পোটিং ক্লাব সহ ৪১ টি সার্বজনীন লক্ষ্মী পুজো হয় ধুমধামের সঙ্গে।

করণদিঘীর বিডিও তামাংকে বিদায় সংবর্ধনা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন:উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বিডিও নিতিশ তামাংকে করণদিঘী ব্লক ভিআরপি সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আপনাদের জানিয়ে রাখি, করণদিঘী ব্লকের বর্তমান বিডিও নিতিশ তামাং তিনি কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকে ট্রান্সফার হয়েছেন। এবং উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর ২ নম্বর ব্লকের বর্তমান বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী ট্রান্সফার হয়ে করণদিঘী ব্লকে আসবেন।
করণদিঘির বর্তমান বিডিও নীতিশ তামাং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে করণদিঘী ব্লকের আসেন। তিনি করণদিঘী ব্লকের বিডিও হিসেবে প্রায় দুই বছর ৯ মাসের মতো বিডিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জানা গেছে অন্যান্য ব্লকের বিডিওর পাশাপাশি করণদিঘির বিডিও নীতিশ তামাং তিনি অক্টোবর মাসের প্রায় শেষ দিকে করণদিঘী থেকে ট্রান্সফার হয়ে কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকে যাবেন। এবং নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর ২ নম্বর ব্লকের বর্তমান বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী ট্রান্সফার হয়ে করণদিঘী ব্লকে আসবেন। করণদিঘী ব্লক ভি. আর. পি সংগঠনের সূত্রে জানা গেছে করণদিঘির মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। করণদিঘী ব্লক ভি. আর. পি সংগঠনের সভাপতি ও সুপারভাইজার মনোজ কুমার সিংহ জানান বিডিও সাহেব তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধের সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং তিনি করণদিঘী ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে জনস্বার্থমূলক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
এছাড়াও ভিআইপি সংগঠনের সভাপতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বিডিও মহাশয় কে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শিশুবিকাশে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য আড্ডা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুরের শিশু বিকাশ একাডেমির সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সাহিত্য আড্ডা। এই সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করে বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতি। শুক্রবার দুপুরের সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সংগঠক আব্দুর রশিদ মোল্লা। তিনি বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরেন। সভাপতির বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাহিত্যিক আব্দুর রব খান। বক্তব্য রাখেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুল্লাহ শামীমও। তিনি বাংলা সাহিত্যে যেসব মুসলিম লেখক তাদের লেখনির মাধ্যমে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তা তুলে ধরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। শিশু বিকাশ একাডেমির মহাপরিচালক শিক্ষাবিদ মুন্সী আবুল কাশেম। তিনি শিক্ষায় সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইমদাদ হোসেন, মুজিবর রহমান, রেজানুল করিম, মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, জাহির আব্বাস, ওয়াহেদ মির্জা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আরেফা গোলদার ও ফারুক আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির কর্ণধার শিক্ষক মহম্মদ রুহুল আমিন।

প্রথম নজর

শাসনে তৃণমূলের মিছিল বিজেপির বিরুদ্ধে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বিভিন্ন এলাকায়। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত -২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি রূপায়িত হয়। দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে টাকি রোডের গোলাবাড়ি এবং শাসন অঞ্চলের শাসন বাজারে দুটি প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসাত-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, প্রাক্তন সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আছের আলি, রঞ্জিত মন্ডল, সাহাবুদ্দিন আলি, সহিদুল ইসলাম,দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনিরুল ইসলাম, উপপ্রধান আব্দুল হাই, দাদপুর অঞ্চল সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জিয়াউর, আব্দুর রউফ, তপন মুখার্জি প্রমুখ। এদিন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে যতই হেনস্থা করুক দমিয়ে রাখতে পারবে না। মা মাটি মানুষের দলকে দমানো যাবে না।পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করছে বলে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, গদ্দার অধিকারী যে নেতার নাম করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি, সিবিআই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে বিজেপি নেতাদের কথায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে, প্রশ্ন তোলেন একেএম ফারহাদ।

রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার মন্ত্রী, প্রতিবাদ মিছিল বসিরহাটে

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: রেশন দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, বসিরহাটের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বসিরহাটের বোটঘাট সংলগ্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শাহানুর মন্ডল, তৃণমূল নেতা বাদল মিত্র। এছাড়া হাসনাবাদ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল। হাসনাবাদ ব্লকের আমলানি, ভেবিয়া ও মাখালগাছার পাশাপাশি মুরারিশাহার চালতাবেড়িয়া এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করলেন তৃণমূলের কর্মীরা। এদিন হাসনাবাদের মুরারিশাহা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি এস্কেন্দার গাজী, মুরারিসাহা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আখের আলী মন্ডল, হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আসাদুর জামান মোল্যা, এলাকার বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা ওসমান সরদার সহ এলাকার শতাধিক তৃণমূলের সমর্থকেরা। অপরদিকে সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে প্রায় দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। পাশাপাশি মিনাখাঁ ও হাড়োয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ কর্মীসভা। হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসস্কেন্দার গাজী বলেন, ইডি এবং সিবিআই বিজেপির কথামতো ইচ্ছামতো আমাদের নেতৃত্বকে গ্রেফতার করছে। কাউকেই উপযুক্ত করতে পারিনি নিজেদের গায়ের জোরে হেনস্তা করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।
পাশাপাশি মুরারি সাহা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আখের আলী মন্ডল বলেন, বিজেপি আসলে তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে, তাই আমাদের নেতৃত্বদেরকে হেনস্তা করছে। এভাবে চক্রান্ত করে তৃণমূলকে রোখা যাবে না। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেব।

নারী নির্যাতন রুখতে নিজের কন্যাকেই লক্ষ্মী রূপে আরাধনা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: চারিদিকে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ রোধ করতে নিজের সাড়ে তিন বছর কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে পূজা করে অভিনব উপায়ে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের প্রতিবাদ জানালেন নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার নাঘাটা পাড়া এলাকার বাসিন্দা অর্জুন বাগচীর পরিবার। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সারা বিশ্ব যখন ধন-সম্পদ লাভের আশায় লক্ষ্মী মাতার আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের সাড়ে তিন বছর বয়সী এক রত্তি শিশু কন্যাকে লক্ষ্মী মাতার আদলে সজ্জিত করে ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁকে পূজা করে পৃথিবী থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের মতো অসামাজিক ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে কাছে প্রার্থনা জানালেন বাগচী দম্পতি। নাঘাটা এলাকার বাগচী পরিবারের ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে মা লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি রয়েছে। তার সামনেই এই দিন নিজের শিশু কন্যা অরিত্রিকা বাগচীকে মা লক্ষ্মীর আদলে সজ্জিত করে পুরোহিত ডেকে নিজের কন্যাকে মাতৃরূপে পূজা করলেন অর্জুন বাগচীর পরিবারের সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে পরিবারকর্তা অর্জুন বাগচির স্ত্রী ঝুমা বাগচী বলেন, মেয়ে সন্তানকে পরিবারের লক্ষ্মী হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও নারীকে মাতৃ শক্তির আধার রূপে মানা হয় । মূলত সেই কারণেই মা লক্ষ্মীর মৃন্ময়ী মূর্তির বদলে ঘরের মেয়েকেই তাঁরা লক্ষ্মী মাতার রূপে আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি নিজের মেয়েকে ভগবান রূপে আরাধনা করার মধ্যে দিয়ে সমাজ থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের মত অমানবিক ঘটনা চিরতরের জন্য বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। মেয়ের জন্মের পর থেকে তাদের পরিবারের উন্নতি হয়েছে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত গ্রাম বাংলার বহু জায়গায় বাস্তব জীবনে মেয়েদের পিছন সারিতে ফেলে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিছু সংখ্যক মানুষজনদের মধ্যে। কন্যা সন্তানদের প্রতি তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ও অসামাজিক মনোভাবকে মুছে দিতেই নিজের কন্যা সন্তানকে মাতৃরূপে আরাধনা করার মধ্যে দিয়ে নারীদের প্রতি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁরা বলে জানান শিশু কন্যা অরিত্রিকা বাগচীর বাবা অর্জুন বাগচী। আর পাঁচটা পরিবারের কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার পালনের মতোই এই দিন নিজের কন্যা অরিত্রিকাকে মা লক্ষ্মী রূপে সাজিয়ে পুরোহিত ডেকে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করতে দেখা গেল কৃষ্ণগঞ্জের নাঘাটা এলাকার বাগচী দম্পতিকে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে কুমারী পূজার প্রচলন থাকলেও কোন শিশু কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা করার ঘটনা এখনো পর্যন্ত নজিরবিহীন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্ত্রীকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নাজিম আক্তার ● মানিকচক

আপনজন: গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদহের মানিকচক থানার নুরপুর অঞ্চলের মাকরাইন এলাকায়।ঘটনার পর থেকে এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত স্বামী।পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত গৃহবধূর নাম নমিতা বসাক(৩০)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,প্রায় দশ বছর আগে গ্রামেরই যুবক কালিচরণ বসাকের সাথে বিবাহ হয় নমিতার।
বর্তমানে তাদের দুটি নাবালক সন্তান রয়েছে।অভিযুক্ত স্বামী কলকাতায় দিনমজুরের কাজ করেন। অভিযোগ,সন্দেহের বসে গৃহবধূকে বিভিন্ন সময় বেধড়ক মারধর করত তার স্বামী।
এই নিয়ে বেশ কয়েকবার বিচার সালিশি হয়েছে। অন্য কোথাও বিবাহ করার কথা চলছিল স্বামী কালিচরণের। তাই স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাইছিল সে। আর এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গৃহবধূর ওপর অত্যাচার লেগেই থাকতো।শুক্রবার রাতেই স্বামী কালিচরন বাড়ি ফিরে আসে। তারপর রাতভর অত্যাচার চালায়। মেয়েকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। মৃতার বাবার পরিবার মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

কালিয়াচকে সম্পন্ন হল মেধানুসন্ধান পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মেধা খোঁজার লক্ষ্যে কালিয়াচক মেধানুসন্ধান পরীক্ষা হয়ে গেল শনিবার। কালিয়াচকের ৩টি ব্লকের পড়ুয়ারা অংশ নেয় তাতে। কালিয়াচক রুরাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর পক্ষ থেকে গত ২০১৭ সাল থেকে এই পরীক্ষা হয়ে আসছে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে এই পরীক্ষা। এদিন কালিয়াচকের কালিকাপুরে শামুয়েল মডার্ন ইন্সটিটিউশন ফর এডুকেশন রিসার্চ সেন্টারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়াচক-১, ২ ও ৩ ব্লকের প্রায় চারশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। উৎকর্ষতা মেধা এবং ওদের বিভিন্ন দিক যাচাই করার উদ্দেশ্যে ও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই ট্যালেন্ট সার্চের আয়োজন। কালিয়াচক ১ ব্লকের অধিকাংশ পড়ুয়া হাজির ছিল। তুলমূলক কিছুটা কম ছিল কালিয়াচক ২ ও কালিয়াচক ৩ ব্লকের ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ধরনের উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানান অনেক মানুষ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন তানিয়া রহমত, পুলিশের এসআই মৌসুমী রায় মল্লিক , সমাজসেবি আব্দুর রহমান শেলী স্যামুয়েল, রবিউল ইসলাম, ইফতিকার সুফি সহ অন্যান্যরা। কৃতিদের একটা অনুষ্ঠান মঞ্চে শংসাপত্র ও সারক উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। একনিষ্ঠ এক আয়োজক সদস্য রবিউল ইসলাম জানান কালিয়াচক ট্যালেন্ট সার্চ ক্রমশ সকলের সহযোগিতায় প্রসার লাভ করছে। মেধার বিকাশ ও উৎকর্ষতায় লক্ষ্য।

বালিতে গৃহবধূকে নৃশংস খুনের ঘটনায় ধৃত মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বালিতে গৃহবধূকে নৃশংস খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার মৃতার বড় মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক। ধৃতকে আজই তোলা হচ্ছে আদালতে। গত ১৬ অক্টোবর রাতে বালির ধর্মতলা রোডে দীপা পাল নামের ওই গৃহবধূ খুন হন। সেই মামলার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত মনোতোষ মন্ডল নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের তিনজালি গদারহাট খোলাপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে সনাক্ত করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল। মৃত দীপা পালের বড় মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক ছিল অভিযুক্ত মনোতোষ। শনিবার তাকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হবে। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর বালিতে ওই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল ওই গৃহবধূকে। ১৬ অক্টোবর গভীর রাতে বালি থানা এলাকার ধর্মতলা রোডের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই মৃতদেহ। মৃতের নাম দীপা পাল (৩১)। দেহ উদ্ধারের পর সেটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছিল পুলিশ। এই ঘটনায় একটি খুনের মামলার রুজু করে শুরু হয় তদন্ত।জানা গিয়েছে, মৃত দীপার বাপের বাড়ি বোলপুরে। বছর কয়েক আগে প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। এই পক্ষের তিনটি মেয়ে ছিল। তারা বর্তমানে বাবার কাছেই থাকেন। বনগাঁর বাসিন্দা অক্ষয় পাল নামে এক যুবকের সঙ্গে ফেসবুক মারফত আলাপ হয়েছিল দীপার। দীর্ঘ কথাবার্তায় তাদের সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয়। এরপর বছরখানেক আগে তাকেই দীপাদেবী বিয়ে করেন। বালির ধর্মতলা রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন তারা। দুজনের সম্পর্কও বেশ ভালোই ছিল। অক্ষয় পেশায় কলকাতার একটি হোটেলের কর্মী। কাজ সেরে প্রতিদিন রাত করেই বাড়িতে ফেরেন। ঘটনার দিন রাত প্রায় বারোটা নাগাদ কাজ থেকে আসেন। কিন্তু একাধিকবার দরজা ধাক্কা দিয়েও সাড়া পাননি। তাই বাধ্য হয়েই পিছনের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে দেখতে পান রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাটিতে পড়ে স্ত্রী দীপার দেহ। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুখে একাধিক কোপ মারা হয়েছে। পোশাক অবিন্যস্ত। এতটাই নৃশংসতা যে দেহ শনাক্ত করার মত অবস্থায় নেই।
কার্যত সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন বালি থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলবার তা পাঠানো হয় পুলিশ মর্গে।

বিএসএফ অফিসার ও জওয়ানদের ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শনিবার সকালের পুরাতন মালদার নারায়নপুর ১৫৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের প্রায় ২৫০জন বিএসএফের আধিকারিক ও জওয়ানরা ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়। এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় পুরাতন মালদার নারায়নপুরের আড়তপুর থেকে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী ৩১ অক্টোবর ভারতবর্ষের প্রথম গৃহ মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্ম দিবস এবং সেদিন সারা ভারত বর্ষ একতা দিবস হিসেবে পালন করে এবং সেই একতা দিবসে ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারই অঙ্গ হিসাবে সমাজকে বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শনিবার সকালে একতা দিবসের প্রস্তুতি হিসেবে ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করে বিএসএফ জওয়ানরা। এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন বিএসএফ কমান্ডেন্ট সন্দীপ কুমার, বিএসএফ টু ওয়াই সি আশুতোষ চৌহান, বিএসএফের ডিসি- আর শেখর,শ্রী প্রমদ কুমার ঝা, সনাতন মন্ডল সহ বিএসএফের আরো কর্মকর্তারা। ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ডিসি শ্রী প্রমদ কুমার ঝা জানান , আগামী ৩১ অক্টোবর প্রাক্তন গৃহ মন্ত্রী সর্দার পল্লব জির জন্ম দিবসে আমরা গোটা ভারতবর্ষে একতা দিবস পালন করি, তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজ আমরা ১০ কিলোমিটার ব্যাপী দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি এবং আগামী ৩১ তারিখে বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা দেশবাসীকে দেশ ভক্তির বার্তা দিতে চাই।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জমানো টাকায় লক্ষ্মী পুজো

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণগ্রামে আমরা ক জন সংঘের উদ্যোগে তৃতীয় বর্ষে পূজিত হচ্ছে মা লক্ষ্মীর পূজা। কথিত আছে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মালক্ষ্মী। আজ পূর্ণিমা তিথিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে বীরভূমেও গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। বীরভূমে সবচেয়ে প্রাচীন লক্ষ্মীপূজা হচ্ছে ময়ূরেশ্বর এক নম্বর ব্লকের ঘোষগ্রামে। অন্যদিকে এই ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণগ্রামে প.ব.সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপক গৃহবধূরা কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করে। মহিলা সদস্যরা লক্ষ্মী ভান্ডারে জমানো টাকা দিয়েই এ পূজা করে আসছেন। এই নিয়ে তাদের তৃতীয় বর্ষের লক্ষ্মীপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গৃহবধূ শম্পা নাগ। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে পাওয়া তাদের জমানো টাকায় এই পুজো পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পূজা করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে স্থানীয় আমরা ক জন সংঘ। গত বছরের মত এবারও এই পূজার সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন ঘরের মা ও মেয়েরা। প্রীতি দে , রিঙ্কু দে , মানসী নাগ , রিতা রুজ , শিখা দে, পিঙ্কি দে এমন ২০ জন উপবাসী গৃহবধুরা সকাল থেকে এই পূজার আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। রাতে ৫০০ জন কে পায়েস ও ফলমূলের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইমাম সংগঠনের নতুন জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠিত হল

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাদের সংগঠনকে মজবুত করতে মহকুমা ভিত্তিক কমিটি গঠন ও পুনির্বন্যাসে জোর দিয়েছে। এই সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির আহ্বানে রাজ্য যুগ্ম ও মুর্শিদাবাদ জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সভাপতি মাওলানা মুজাফফর খান জেলা ইমাম মুফতি আজমত আলীর উপস্থিতিতে জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠন হলো শনিবার সভাপতি নির্বাচিত হলেন মৌলানা সানাউল্লা বিশ্বাস।সহ সভাপতি- জৈনুদ্দিন শেখ। মৌলানা নুরুল ইসলাম ফাইজি। মৌলানা হাসমত আলি।সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আনিকুল ইসলাম রঘুনাথগঞ্জ। সম্পাদক আনিকুল ইসলাম ফারাক্কা। সম্পাদক হাফেজ মনিরুলইসলাম সতি এক ।কোষাধক্ষ ফানসুর আলি। অডিটর রফিকুল ইসলাম ও আকবর হোসেন। উক্ত সভাই উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুগ্ম সম্পাদক মৌলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব জেলার সভাপতি মুজাফফর খান সাহেব। জেলা ইমাম মুফতি আজমত আলি সাহেব। মৌলানা নুর আমিন। উপস্থিত ছিলেন মৌলানা হাবিবুল্লাহ। উপস্থিত জঙ্গিপুর সাবডিভিশন এর সমস্ত ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবগণ। আজকের মিটিং এ সকল কে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। এবং বলেন ফিলিস্তিন সহ সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান। ও কিছু সাহায্য পাঠানোর জন্য সকল কে আহ্বান জানান।

লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার বালুরঘাটে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শনিবার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত সাধনা মোড় এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি গুলি উদ্ধার করে বালুরঘাট থানায় নিয়ে আসা হয়। যদিও এই ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।উল্লেখ্য, হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন। তারপরই শুরু হয়ে যাবে আলোর উৎসব। আর এই আবহে নিষিদ্ধ বাজি নিয়ে সতর্ক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ। সেই মতো এদিন বালুঘাট থানার পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয় সাধনা মোড় এলাকায়। সেখান থেকে প্রায় ৪৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা জানান, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাধনা মোড় এলাকা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রায় ৪৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি গুলো কোথায় পাচার করবার জন্যই সাধনামোড় এলাকায় রাখা হয়েছিল। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

■ প্রবন্ধ: ব্রান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
■ নিবন্ধ: জীবনানন্দ দাশ: বাংলা কাব্যে বিস্ময় প্রতিভা
■ বড় গল্প: পায়রার সংসার
■ অণু গল্প: বিজয়ী
■ ছড়া-ছড়ি: তইরান আবাবিল

আপনজন ■ রবিবার ■ ২৯ অক্টোবর, ২০২৩

ব্রান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

২

একটি কাল্টের জন্ম

রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা করেন। এর জন্য ব্যয় করা হয় প্রচুর অর্থ। নেতার ভাবমূর্তি যখন সর্বব্যাপী হয় তখনই জন্ম হয় কাল্টের (cult)। কাল্ট সম্বন্ধে উইকিপিডিয়া বলছে : Cult is a term, considerd pejorative by some, for a relatively small group is typically led by charismatic and self-appointed leader, who excessively controls its members, requiring unwavering devotion to set of a set of acts and practices which are considered deviant ." যখন কোন দলে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন কোন নেতার আবির্ভাব ঘটে, সেই দলের সদস্য ও সমর্থকরা অন্ধভাবে তাঁর আরাধনা করেন, তখনই জন্ম হয় কাল্টের।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালির বেনিতো মুসোলিনি, জার্মানির অ্যাডলফ হিটলারকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল কাল্টের। তারপর কি আশ্চর্য, যা হবার নয়, তাই হতে লাগল। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কাল্টের নিদর্শন তৈরি হতে লাগল। প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাশিয়ার জোসেফ স্ট্যালিন। তারপর একে একে অনেক---- চিনের মাও-জে-দঙ, ভিয়েতনামের হো-চ-মিন, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, অ্যালবানিয়ার এনভার হোক্সা, উত্তর কোরিয়ার কিম সুঙ (২য়)। রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন, তুর্কির এরদোগান, হাঙ্গেরির ওর্বান, ব্রাজিলের বলসোনারো, আমেরিকার ডোনাল্ড ট্যাম্প। আমাদের দেশেও নরেন্দ্র মোদির আগে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কাল্ট। অবশ্য সেটি ছিল স্বল্পস্থায়ী। ইন্দিরাকে দেবী দুর্গার নবতম সংস্করণ মনে করা হত ; মনে করা হত ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিপুল জয় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় ইন্দিরা কাল্টকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছিল। কিন্তু সে কাল্ট ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে।

কিন্তু এই বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না। স্টাইলে, নিত্য পরিবর্তনশীল পোশাক-আশাকে, নব নব স্লোগানে, চাতুর্যে, বাগ্মীতায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। জে পি নড্ডা 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'য় বলেছেন, " Modi is the only leader who has an electrifying effect on the masses and in whose call the entire nation gets united . His stupendous success is the result of absolute dedication to people's well-fare and well-being. His only aim is to make India a Biswaguru ." অর্থাৎ মোদিই একমাত্র নেতা যিনি জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন, এবং যাঁর ডাকে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি নিবেদিতপ্রাণ আর তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল ভারতকে বিশ্বগুরু করে তোলা। শুধু নড্ডা নন, মোদির দলের সব সাংসদ, সব বিধায়ক, সব নেতা, সব কর্মী চোখ বন্দনা করে মোদি ভজনা করে চলেছেন : মোদিং শরণং গচ্ছামি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ নয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নয়, ভারতীয় জনতা দল নয়, বীর সাভারকর নয়, দীন দয়াল নয়, অটলবিহারী বা আদবানি নয় ; শুধু নরেন্দ্র মোদি। শুধুই মোদি, মোদি, মোদি। কে একজন ঠাট্টা করে বলেছিলেন বিজেপি দলের অন্যান্য নেতারা ক্রমশ বামন হচ্ছেন, আর মোদি হয়ে উঠছেন বিরাটাকার দৈত্য। সাংবাদিক, আমলা, অধ্যাপক, বিচারক সকলের মুখে মোদির নাম। সকলেই নতজানু। এই তো সেদিন, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের এক

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কাল্টের নিদর্শন তৈরি হতে লাগল। প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাশিয়ার জোসেফ স্ট্যালিন। তারপর একে একে অনেক- চিনের মাও-জে-দঙ, ভিয়েতনামের হো-চ-মিন, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, অ্যালবানিয়ার এনভার হোক্সা, উত্তর কোরিয়ার কিম সুঙ (২য়)। রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন, তুর্কির এরদোগান, হাঙ্গেরির ওর্বান, ব্রাজিলের বলসোনারো, আমেরিকার ডোনাল্ড ট্যাম্প। আমাদের দেশেও নরেন্দ্র মোদির আগে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কাল্ট। অবশ্য সেটি ছিল স্বল্পস্থায়ী। ইন্দিরাকে দেবী দুর্গার নবতম সংস্করণ মনে করা হত ; মনে করা হত ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত।

সাবেক বিচারপতির মুখে শোনা গেল যে মোদি---"versatile genius who thinks globaly, and acts locally."

এইভাবে দেবতার মতো দেবতার মতো সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছেন মানুষটি। মানুষের মনের অন্দরে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে একটি বোধ : মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। যেন তিনি হাত দিলে লোহা সোনা হয়ে যাবে। আশ্চর্য তাঁর মন্ত্রবল। তা্ দিয়ে অসাধ্য সাধন সম্ভব। এই বোধটিকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর ছবি। ভারতময়। আধার কার্ডে, কোভিড টিকার শংসাপত্রে, গ্যাস সিলিণ্ডারে, জ্যাকেটে -কুর্তায়। তিনি যা বলেন তাই মানুষ বিশ্বাস করে নেয়। এসব আসলে যে জুমলা, তা মানুষ মনেই করে না। তিনি বলেছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করলেই তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরে দেবেন ১৫ লক্ষ টাকা। অনেক দিন পরে মোদির সেনাপতি শাহজি যখন বললেন, এটা জুমলা ছিল তখন অবাক হয়ে গেল মানুষ। তবে কি স্বপ্নভঙ্গ হল মানুষের ? হিরণ্ময়পাত্রে আবৃত সত্যের মুখ তাঁরা দেখতে পেয়ে ক্রোধে আকুল হবে উঠলেন ?

না।

কারণ তখন শুরু হয়ে গেছে নতুন জুমলা। ঝোলা ভরে নানান স্বপ্ন নিয়ে দিল্লির মসনদে বসে আছেন এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। ক্লিষ্ট মানুষ আবার সেই জাদুকরকে বিশ্বাস করে বসে।

স্বপ্ন ফেরি করে এক ধূর্ত জাদুকর।
আলোড়িত হয়ে ওঠে নগর-বন্দর।।
ভক্তির আবেগ জাগে নর-নারী মনে।
মোদি সূর্য দীপ্তি পায় ভারত গগনে।।
ভক্তির আবেগ যার নাই, সেই নর।
অবশ্যই দেশদ্রোহী, নাহিক অন্তর।।
দুষ্টের দমন তরে ধরাধামে মোদি।
পাইলেন নিরঙ্কুশ রাজত্বের গদি।।
নরেন্দ্র মোদির কথা অমৃত সমান।
যে শুনিবে সেই হবে মহা পুণ্যবান।।

জীবনানন্দ দাশ: বাংলা কাব্যে বিস্ময়

শেখ কামাল উদ্দীন

তিনি লিখেছিলেন- 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়-'। তিনি কথা রাখেন নি। ফিরে আসেন নি। নাকি ফিরে এসেছিলেন! আমরা চিনতে পারিনি! নাকি ফিরে আসতে চান নি! সব দেখে, শুনে। যে বাংলাকে দেখে তিনি এই 'রূপসী বাংলা' কবিতা লিখেছিলেন, সেই বাংলা কী এখন আছে? তাই কি তিনি অভিমান করে ফিরে এলেন না! হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। জীবনানন্দ দাশের কথা বলছি। আজ তাঁর প্রয়াণ দিবস। ১৯৫৪-র আজকের দিনেই তিনি প্রয়াত হন, কলকাতায়। রবীন্দ্র-সমকাল ছাড়িয়ে উত্তরকালেও তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে নিজস্ব স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। তখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে। তৎসত্ত্বে নিজস্বতায় তিনি বাংলা কাব্যে ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সরলতায়, সহজতায়, ইতিহাস বোধে, মৃত্যু-চেতনায়, প্রেম-ভাবনায়, রূপসী বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে।

প্রেমভাবনা:

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম। আজও যে কোন বাঙালি প্রেমিক সিনেমায় যেমন সুচিত্রা সেনকে প্রেমিকা হিসাবে দেখতে চান, একই রকমভাবে কবিতায় প্রেমিকা হিসেবে বনলতা সেনকে খোঁজেন। 'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটার ক্লান্তি নিয়ে 'দু দন্ড শান্তি' খুঁজে পান ক্লান্ত প্রেমিক 'নাটোরের বনলতা সেন'-এর 'পাখির নীড়ের মতো' চোখে। শুধু 'বনলতা সেন' নয় কবির প্রেমিক কেমন হবে তারও একটি বর্ণনা 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায় কবি জানিয়েছিলেন- 'ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,/ চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন;/ আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে স্বপ্নে– কত দিন!' তাইতো তিনি বলেন, 'এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য তবু শেষ সত্য নয়, জ্ঞানের আলোর পথ ধরেই পৃথিবীর মুক্তি ঘটবে, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে।' 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় 'ক্ষণস্থায়ী' জীবনে 'অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের' আশ্বাস দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন, 'নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল/ পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল,/ তোমার আলোয় আলো হলাম,/ তোমার গুণে গুণ;/ অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ/ জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হয়।' কবির প্রেমে কি ভয় ছিল? হারিয়ে যাওয়ার ভয়! তাই পদ্মপাতার ওপর শিশিরকণার মতো তিনি প্রেমকে দেখেছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় 'তোমায় আমি' কবিতায়- 'তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই/ শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,/ তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে/ চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে/ শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।' আচ্ছা, সুরঞ্জনা কে? যাকে অন্য যুবকের সঙ্গে কথা বলতে কবি বারণ করেছিলেন- 'সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি,/ বলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে;/ ফিরে এসো সুরঞ্জনা:/ নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে।' তাঁর কবিতায় এমন আরও অনেক কবিতা আছে যেগুলি পাঠ করলে কবি জীবনানন্দ দাশের প্রেমভাবনা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে। শুধু সুরঞ্জনা কেন! সুচেতনা। সেই বা কে? তার কাছেই কবি নিজের হৃদয়কে আবদ্ধ রাখেন। তাইতো তিনি বলেন, 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ/ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;/ সেইখানে দারু-চিনি বনানীর ফাঁকে/ নির্জনতা আছে।/ এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/ সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।/ কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;/ তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।'

ইতিহাসভাবনা:

ইতিহাস ভাবনা কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যে গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি কবিতায় ভ্রমণ করেছিলেন সারা পৃথিবী। 'পিরামিড' কবিতায় তিনি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছিলেন, 'হে নির্বাক পিরামিড, অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণ/ অবিচল স্মৃতির মন্দির!' 'বনলতা সেন' কবিতাতেও তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন স্থান এবং রাজা ও সম্রাট প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছিলেন, 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশিথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/ অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অসুখের ধূসরজগতে/ সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।' 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেও তাঁর এই ইতিহাসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'ব্যাবিলন মিশরের মরু ভূসঙ্কটে'। কিংবা 'আমারে দেখেছে সে যে আসিরীয় সম্রাটের বেশে।' 'অনন্দা' কবিতাতে কবি প্রায় সারা পৃথিবীর কথা লেখেন, 'তুমি কি গ্রীস পোল্যান্ড চেক প্যারিস মিউনিক/ টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক/ লন্ডন চীন দিল্লী করাচী প্যালেস্টাইন?/ একটি মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।' 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাতে কবি এক প্রাসাদের কথা বলেন, যে প্রাসাদ এক নগরীতে ছিল, সেই নগরী 'ভারতসমুদ্রের তীরে' কিংবা 'ভূমধ্যসাগরের কিনারে'। তাই খোঁজেন কবি। সেই প্রাসাদের মূল্যবান উপকরণগুলি সংগৃহীত হতো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে- 'ভারতসমুদ্রের তীরে/ কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে/ অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে/ আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন, কোন্ এক প্রাসাদ ছিল;/ মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ:/

পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল।' 'রাত্রি' কবিতায় একদিকে 'ইহুদী রমণী' অন্যদিকে 'লিবিয়ার জঙ্গলের' প্রসঙ্গও আসে।

মৃত্যুচেতনা:

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই যে কবিতাটির কথা মনে পড়ে সেটি হলো 'আট বছর আগের একদিন'। সবকিছু থাকতেও, বধূ, শিশু, প্রেম তবুও পুরুষের মরার সাধ হলো। 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/ নিয়ে গেছে তারে:/ কাল রাতে– ফাল্গুনের রাতের আঁধারে/ যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/ মরিবার হল তার সাধ। 'মানুষের মৃত্যু হলে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ লেখেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/ থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/ প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।' মৃত্যুতেই সব শেষ, একথা তিনি বিশ্বাস করতে চান না বলেই বারবার ফিরে আসতে চান পৃথিবীর বুকে। তাইতো তিনি লেখেন, 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায়'। তবে যে শুধু মানুষ হয়েই ফিরতে হবে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। নানা পশু পাখির রূপ ধরে তিনি ফিরতে চান এই অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা বাংলায়। তাই বলেন, কখনো 'শঙ্খচিল শলিখের বেশে', কখনো 'ভোরের কাক হয়ে', কখনো বা 'হাঁস' হয়ে তিনি রূপসী বাংলায় ফিরে আসতে চান। 'শ্মশান' এবং 'সন্ধ্যা' তাঁর কবিতায় একাকার হয়ে যায়। 'গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে' কবিতায় তিনি লেখেন, 'চলে গেছে– শ্মশানের পারে বুঝি– সন্ধ্যা হয়ে আসে সহসা কখন,/ সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম–নিম– নিম কার্তিকের চাঁদে।'

প্রকৃতি-প্রীতি:

প্রকৃতি-প্রীতি কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় তাঁর প্রকৃতি প্রীতির এই পরিচয় পাওয়া পাই- 'দেখিছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ/ হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা।' 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাতেও কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতি, তার সঙ্গে বৃক্ষলতা, নদনদীর অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। 'অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/ চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে/ ভোরের দয়েল পাখি- চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ/ জাম- বট- কাঁঠালের- হিজলের- অশথের করে আছে চুপ;/ ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;/ মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে/ এমনই হিজল- বট- তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।' এছাড়াও প্রায় সবগুলো ঋতুই তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। 'গ্রীষ্ম' ঋতুর প্রসঙ্গ এসেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র একটি কবিতায়, যেখানে কবি লিখেছেন- 'সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,/ গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে'। 'মাঠের গল্প' কবিতার 'পেঁচা' অংশে তিনি লিখেছেন- 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে,/ হেমন্তের মাঠে ঝরে ঝরে/ শুধু শিশিরের জল;/ অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে/ হিম হয়ে আসে/ বাঁশপাতা–মরা ঘাস–আকাশের তারা!' 'হেমন্ত' তাঁর কবিতায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে। 'হেমন্ত' ঋতু কী কবির প্রিয় ঋতু? না হলে বারবার কেন হেমন্তের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে তাঁর কবিতায়! যেমন, 'পিপাসার গান' কবিতায়, 'হেমন্তের রৌদ্রের মতন/ ফসলের স্তন', 'বিড়াল' কবিতায় হেমন্তের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে', 'নাবিকী' কবিতাতেও তিনি হেমন্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লেখেন, 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে/ এ রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে/ সময়ের কুয়াশায়;'। 'শতাব্দী' কবিতাতে 'হেমন্তরাত' 'অবোধ ক্লান্ত অধোগামী' হয়ে আসে কবির কবিতায়। 'অবসরের গান' কবিতায় শীতের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন- 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই– নুয়ে আছে নদীর এপারে/ বিয়োবার দেরি নাই– রূপ ঝরে পড়ে তার– শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!' আবার 'ইতিহাসযান' কবিতায় শীত সম্পর্কে লিখেছেন, 'কখনও শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত', বসন্তের প্রসঙ্গ পাই 'পাখিরা' কবিতায়, যেখানে তিনি লেখেন, 'ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে–/ বসন্তের রাতে/ বিছানায় শুয়ে আছি;/ –এখন সে কত রাত!'

উপমা প্রয়োগ:

কবিরা তাঁদের কাব্যকে পাঠকের কাছে আরো সৌন্দর্যমন্ডিত করে উপস্থাপনা করার জন্য অলংকারের আশ্রয় নেন। বিভিন্ন অলংকার তাঁদের কাব্যে প্রয়োগ করেন। কবি জীবনানন্দ দাশও তার ব্যতিক্রম নন। অনেকগুলি অলংকারের প্রয়োগ তাঁর কাব্যে থাকলেও উপমা অলংকার তাঁর কবিতায় সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। তাই এখানে আমরা তাঁর উপমা অলংকারগুলি সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। যেমন, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' (বনলতা সেন), 'দুধের মতন শাদা নারী' (সবিতার), 'শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ' (হাওয়ার রাত), 'জলের মতন ঘুরে ঘুরে একা কথা' (বোধ), 'আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন' (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল), 'রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল' (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল), 'নীল হওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে' (হাওয়ার রাত), 'টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়' (জুহু)

পশুপাখি:

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় জানা-অজানা, শ্রুত-অশ্রুত, পরিচিত-অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত পশুপাখির প্রসঙ্গ এসেছে। এই পশুপাখিগুলি সম্পর্কে তিনি বিচিত্রধর্মী বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর ব্যবহৃত এই ধরনের কয়েকটি পশুপাখির উল্লেখ করা হলো। যেমন–শকুনবধূ, টুনটুনি, পুরোনো পেঁচারা, অলস মাছি, ঘাইহরিণী, বুনো হাঁস, খইরঙা হাঁস, বালিহাঁস, সোনালি চিল, গাঙচিল, ছিন্ন খঞ্জনা, লক্ষ্মীপেঁচা, কিশোরের পায়ে দলা মুথাঘাস, বউকথাকও, দুরন্ত শকুন, গঙ্গাফড়িং, কালো নীল হলদে পাখি, খয়েরি শালিখ।

কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে বিশিষ্টদের মন্তব্য:

১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশকে ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২ শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারি নে।'

২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে বলেন, 'এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম কেন না জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি, এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ।'

তাঁর কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের নিজের মূল্যায়ন:

১.একটি চিঠিতে সুরজিৎ দাশগুপ্তকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চারদিকে এত অস্পষ্ট ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটি বড়ো প্রবন্ধ লিখব ভাবছিল কিন্তু শরীর বড় অসুস্থ কোন কাজই করতে পারছি না।

২.'কবিতার কথা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খন্ডবিখন্ড এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়- একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।'

পায়রার সংসার

শিবশঙ্কর দাস

বড় গল্প

সেই করোনাকাল। গভীর সংকট সময়। হঠাৎ লকডাউনে সবাই গৃহবন্দি। সে সময়ে একদিন -

'বুঝলে নিঘ্যাৎ পায়রাটা কাঁদছে। আমি নিশ্চিত এটা ডাক নয়, কষ্টের গোঙানি।' ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শৌনক যার উদ্দেশ্যে বলল সে নিশ্চুপ। বুঝল ঝড় উঠবে। কথা বাড়ালো না আর। দ্রুত ঘরে ঢুকতেই মেঝেতে স্লিপ কেটে প্রায় উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলালো।

'দিলে মোছা ঘরটার বারোটা বাজিয়ে!' চেঁচিয়ে উঠল অনীশা।

শৌনক নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। 'আর একটু হলেই যে আমার কোমড়টা যেত! কী দিয়ে মুচ্ছো যে ঘরে পা দেওয়া যাচ্ছে না!'

'কী আর দেব, দিয়েছি আমার মাথা। বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে আমি হচ্ছি এ বাড়ির কাজের লোক, চব্বিশ ঘন্টার দাসিবাদি। রান্না করো, বাসন মাজো, ঘর মোছো জামা কাপড় কাচো। কেউ যে একটু দেখে কাজ করবে সে কেউ নেই। শুধু মুখেই দরদ।'

'একগাদা সার্ফ দিয়ে কি না মুছলেই নয়! সারা বিশ্বের করোনা যেন ওনার ঘরে এসে উঠেছে।'

'সে তুমি বুঝবে কী? কবে থেকে বলছি একটু বেশি করে বাজার করে রাখো সে কথা তোমার কানে গেছে? সবাই কেমন এক মাস দুমাসের বাজার করে রেখেছে। উনি বললেন বেশি বাজার করতে হবে না। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে থেকে যদি একটু বেশি করে বাজার করে রাখতে তো আজ ঠেঙিয়ে বাজার যেতে হত না আর আমাকে এত পরিশ্রমও করতে হতো না।'

শৌনক এবার বুঝল আবহাওয়া এরকম থম মেরে থাকার কারণ। চুপ করে গেল। এই আবাসনে আসার পর দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছে। কেউ যখন বেশি উত্তেজিত হবে তখন আর একজন চুপ করে যাবে। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় শৌনককেই মৌনতা অবলম্বন করতে হয়। তবে শুরু থেকে ফিউজ হয়ে গেলে আবার উল্টো ফল হয়। কোষে জমে থাকা টক্সিন বেরোবার জন্য যতটুকু তাপমপত্রার প্রয়োজন ততটুকু উত্তপ্ত হতেই হবে। নইলে 'চুপ করে গেলে যে? কথা বলছো না কেন? আমাকে কি পাগল পেয়েছো? একটু খুঁচিয়ে দিয়ে মজা দেখা।' এ সব শোনার পাশাপাশি ব্যক্তির হাতের কাছে থাকা বস্তুসমূহের মহাশূন্যে মুক্তিবেগ দর্শন করতে হয়। এর মধ্যে যেগুলোর ফ্লেক্সিবিলিটি কম সেগুলো ঝনঝন করে ক্রাস ডাউন করে। তবে ভেরি রিসেন্ট নতুন তরিকা আমদামি হয়েছে। লাভ টেষ্ট। দুম করে নিজের মাথাই দেয়ালে ঠুকতে শুরু করা। তখন দ্রুত এগিয়ে না গেলে রক্তারক্তি কান্ড। সে সামাল দেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। অবশ্য এই পদ্ধতিটা শৌনকের কাছ থেকেই শেখা। অনীশার সঙ্গে যখন পেরে উঠত না শৌনক তখন নিজেকেই প্রহার করত। একবার তো শীতের রাতে শাওয়ার খুলে ট্যাঙ্কির বরফ ঠান্ডা জলে ভিজতে শুরু করেছিল। অনীশাই দৌড়ে গিয়ে টেনে এনেছে। গা হাত পা মুছিয়ে ইস্ত্রিতে তোয়ালে গরম করে সারা গায়ে সেঁক করে দিয়েছে। অবশ্য বকবক করতে করতেই। 'নিউমোনিয়া হয়ে মরার শখ হয়েছে। আমিও মরতে পারি।' তারপরেই অনীশের বুকে মাথা। গলা মন্দ্র সপ্তকের গান্ধারে। 'আচ্ছা আমি একটু বেশি উত্তেজিত হলে তুমি কি একটু থেমে যেতে পারো না। আমি না তোমার চাইতে ছোট। এই দায়িত্বটা তো তোমারই।'

শৌনক ঠান্ডা মাথায় বলল, 'ঠিক আছে বাবা এবার বলো কী করতে হবে।'

অনীশা নুব্জ কোমড়ে বাঁহাতটা উল্টো করে ঠেকিয়ে ভাঙা গলায় একবার মা গো শব্দ উচ্চারণ করে বলল,'আমি বলতে পারব না, দেখে করো। কাজের লোক না এলে যদি সব আমার ঘাড়ে পড়ে তো আমি ঠিক ঘর ছেড়ে চলে যাবো।'

শৌনক জানে অনীশার এই 'ঘর ছেড়ে চলে যাবো' কথাটা মুদ্রাদোষের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পরিবেশটাকে আরও একটু হাল্কা করতে বলল। 'এই লকডাউনে কোথায় যাবে? পুলিশ সুঁটিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেবে।'

'তুমি তো সেটাই চাও। বৌয়ের বেইজ্জতি তোমার ভালোই লাগে।'

এখানে অবশ্য একটা অন্য হিন্টস আছে। শৌনক পাত্তা দিল না।

'আরে কী করতে হবে বলবে তো?'

'বললাম তো দেখে যেটা মনে হয় করো আর না পারলে গিয়ে পায়ড়ার সংসার দেখো, যাও।'

কয়েকদিন ধরে অনীশার বেশ খাটনি যাচ্ছে। বিয়ের আগে বা বিয়ের দীর্ঘ পনের বছরে এমন খাটনি কখনও করতে হয়নি অনীশার। ইউনিভার্সিটি শেষ করতে না করতে স্কুলে চাকরি। আর চাকরি পেতে না পেতেই বিয়ে। সকাল আট্টায় বেরিয়ে যাওয়া আর রাত সাড়ে ছটা সাতটায় ঘরে ঢোকার মধ্যে হেঁশেল ব্যাপারটা ছোটবেলার সখের রান্নাবাটি খেলার বেশি ছিল না। শৌনকেরও প্রায় একই সঙ্গে যাওয়া আসা। তবে ছুটির দিনে দুজন কাজের লোকই একসঙ্গে ডুব দিলে ব্যাপারটা একটু চাপের হয়। তখন অবশ্য ঘরের বায়ুকণা ধূলিকণাও অস্বাভাবিক শব্দ তরঙ্গে কাঁপতে থাকে। শৌনকের স্কুল ছুটি মানে সাইন্স ক্লাবের সিডিউল ওয়ার্ক। তখন এঁটো বাসন রগরানোর ঝনঝনানির সঙ্গে অনীশার মুখেও ফুলঝুড়ি।

লকডাউনের দিন থেকে কাজের দুজনকেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। আগেরদিন স্কুল থেকে ফিরেই অনীশা শৌনককে সাবধান করে দিয়েছে, 'এবার দুজনকেই কিন্তু হাতে হাতে সব কাজ করতে হবে। তুমি সারাদিন ফোন ল্যাপটপ নিয়ে পড়ে থাকবে আর আমি খেটে খেটে মরব সেটা হবে না বলে দিচ্ছি।'

শৌনক মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। শৌনক জানে কাজে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে সরিয়ে দিয়ে অনীশা নিজেই করে নেবে। 'এটাও একটু ঠিকমত করতে পারো না। এটুকু করতেই ঘেমে নেয়ে একসা। ননীর পুতুল। যাও যাও।' আসল কথা কাজ অনীশাই করবে কিন্তু শৌনককে পাশে পাশে থাকতে হবে। কতক্ষণ আর পাশে পাশে বিড়ালের মত লেজ নেড়ে মিউ মিউ করা যায়। শৌনক টুক করে সরে যায়। তখনই ব্রহ্মস আছড়ে পড়ে।

বাসন ঘষতে ঘষতেই শৌনক বলে, 'বুঝলে পুরুষ পায়রাটা ভেগেছে। এ জন্যই মাদিটার সারাক্ষণ কান্না শোনা যায়। এখন ডালে বসেও কাঁদছে।'

'স্বভাবটা তোমাদের মতোই। এই তুমিই কোথায় কী করে রেখেছো সে কি আর আমি জানি? নাহলে বাড়িতে থাকো তো সারাক্ষণ মোবাইলে। কী আছে এমন? ছুটির দিনে বৌয়ের সঙ্গে দুটো ভালো কথাও বলতে শুনি না। বিয়ের আগে তো মুখে খই ফুটত। বিয়ে হয়েছে মানে এখন আমার সম্পত্তি যেমন চালাব তেমনি চলবে। নাও সরো, বাসন মেজে উদ্ধার করে দিয়েছো। '

কয়েকদিন ধরেই শৌনক একমনে পায়রাটার ডাকের ভ্যারাইটি অ্যানালিসিসে মগ্ন। গাছের ডালে বসা পায়ড়াটার মাথা নিচু করে হুঁ হুঁ করা শুনে আজকে নিশ্চিত হয়েছে যে পায়ড়াটা কাঁদছে।

শৌনকদের চারতলার ফ্লাটের বাথরুমের পেছনের সানশেডে একজোড়া বুনো পায়ড়া থাকত। সকাল সন্ধ্যা বাথরুমে গেলেই শৌনক ওদের প্রেমালাপ শুনতে পেত। মদ্দাটার বকম বকম আর মাদিটার হুঁ হুঁ। একদিন সকালে শৌনক টুক করে গিয়ে অনীশাকে জড়িয়ে ধরে বাথরুমের মধ্যে টেনে আনল। অনীশা ঝাঁজিয়ে উঠল, 'ছাড়ো তো এখন, সকালবেলা এসব ভালো লাগে না।'

শৌনক বলল, 'আরে একটু চুপ করে শোনই না।'

'কী শুনব? কী এমন প্রেম উথলে উঠল তোমার সকালবেলা!'

'আরে আমার না পায়রার। ওই দেখো কেমন প্রেমালাপ করছে। শুনতে পাচ্ছ?'

অনীশা হাত ছাড়িয়ে বলল, 'আমার আর শুনে কাজ নেই। তুমি শোন। আমার এখন অনেক কাজ রয়েছে।'

দিনের বেলার বেশিরভাগ সময় পায়রা জুটি গাছের ডালে বসেই খুনসুটি করত। শৌনক ব্যালকনিতে এলেই মনে হয় যেন লজ্জা পেত আর উড়ে পালাত।

শৌনকদের আবাসন লাগোয়া একটা রাধাচূড়া গাছ আছে। চারতলার ব্যালকনি থেকে হাত বাড়ালেই তার ডালপাতা ছোঁয়া যায়। অবসর পেলেই শৌনক এখানে এসে ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের পাতায় হাত বুলোয়। গাছের মাথার ডালপালাগুলোর দিকে তাকালেই শৌনকের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। বারো চৌদ্দ বছর বয়স। বন্ধুরা মিলে চলে যেত টিবি হাসপাতালের মাঠে। রাস্তার দুধারে এরকমই লম্বা লম্বা রাধাচূড়া গাছের মাথায় কাকেরা বাসা করত। শৌনকরা বাঁদরের মত ঝুলতে ঝুলতে মগডালে পৌঁছে কাকের বাসায় হানা দিয়ে কাকের ডিম পেড়ে এনে কোকিলের ডিম খুঁজত। নমনীয় ডালগুলোর মাথায় যখন দোল খেত তখন বুকের মধ্যে রক্ত ফিনকি দিলেও মজা পেত। দূরের দিকে তাকিয়ে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার একটা রোমাঞ্চ অনুভব করত। এখন পাঁচ তলার ছাদে উঠলেও তেমন মনে হয় না। তবে ব্যালকনিতে গাছটার বুকের কাছে দাঁড়ালে পুরোনো ভালোলাগার কিছুটা স্বাদ ফিরে পায়।

এই গাছে কাকের বাসা নেই তবে ডালে ডালে কাক বসে অবসর সময় কাটায়। আর কিছু থাকে বুনো পায়ড়া। লকডাউনের পর থেকে সেগুলোও কেমন যেন ছন্নছাড়া। অনেকগুলো পালিয়ে কোথায় যেন গেছে। সেই সঙ্গে পালিয়ে গেছে এখানে থাকা পায়রাজুটির একটা। এখন একটা পায়ড়ার ডাকই শোনে শৌনক। সেই ডাকের মধ্যে যে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে তা যেন আজই আবিষ্কার করল।

পায়রার সঙ্গে শৌনকের একাত্মতা ছোটবেলা থেকেই। বাড়িতে এক ঝাঁক নানা রঙের পায়ড়া ছিল। সবই পোষা। শৌনকের মনে হয় পায়রার প্রেম বিরহ সন্তান প্রতিপালন এলাকা দখল মাস্তানি আবার জোটবদ্ধ থাকা সবই যেন মানুষের মতন।

হঠাৎ চিঁহি চিঁহি শব্দ শুনে শৌনক আবার ছুটে এল ব্যালকনিতে। ডালে ডালে চার পাঁচটা পায়রা। একটা বাচ্চা পায়রা ডানা ছড়িয়ে চিঁহি চিঁহি করে দুটো পায়ড়ার কাছে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। একটা পায়রা ওর মুখে খাবার উগড়ে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে বকম বকম করছে। এই পায়রাগুলিকে দেখে বোধ হয় আগের পায়রাটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চা পায়রাটার খাওয়া হয়ে গেলে দুটোর একটা উড়ে এল একা থাকা পায়রাটার কাছে। এতক্ষণ যে বিষণ্ণ ছিল সে দ্বিগুন উৎসাহে বক বক বকম বকম করে উঠল। হঠাৎ করে যে পায়রাটা খাওয়াচ্ছিল সেটা উড়ে এসে পায়ড়াটাকে আক্রমন করল। এও ছাড়ার পাত্র নয়। শুরু হল দুজনের লড়াই। এতক্ষণে শৌনকের কাছে পায়রার কান্নার সব রহস্য পরিস্কার হয়ে গেল। যাকে সে মাদি ভেবেছিল সে আসলে মদ্দা। আগে যে পায়রাটা এসেছিল সে উড়ে বাসায় এসে বসল। পিছনে আক্রমনকারী পায়রাটাও। তার পেছনে বাসার মালিকও। আবার লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত মাদিটাকে রেখে বাচ্চা সহ পায়ড়াটা চলে গেল।

এতক্ষণ 'তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?' অনীশার গলা কানে এলেও পায়রা ছেড়ে শৌনক যেতে পারছিল না। হঠাৎ একটা ধপাস শব্দ শুনল সঙ্গে 'ও মা গো! আমি মরে গেলেও এ বাড়িতে কারুর সারা পাওয়া যাবে না!'

দ্রুত ছুটে এল শৌনক। অনীশা মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে। হতভম্ব শৌনক অনীশাকে কোনওরকমে ধরে বিছানায় তুলল। কোমড়ে লেগেছে। সোজা হয়ে বসতেও পারছে না। এখন হাসপাতালে যাওয়া আর এক সমস্যা। পরিচিত এক ডাক্তারকে ফোন করে ওষুধ আনাল। অনীশাকে ওষুধ খাইয়ে কোমড়ে বাম মালিশ করে দিল। তবুও অনীশা উঠে বসতে পারল না। শৌনক বাকি রান্না সেরে ছেলেকে খেতে দিয়ে অনীশাকে খাইয়ে দিল। রাতে অনীশার কোমরের ব্যথা একটু কমলেও উঠে বসতে পারল না। শুয়ে শুয়ে শৌনককে বলল, 'কদিনে আমার এ কোমর সারবে তার ঠিক নেই। তোমার ওপর সব চাপ এসে পড়ল। এখনও কাজের লোক নিতে পারব না। বেশি কিছু করতে হবে না। যে কদিন আমি সুস্থ না হই ফ্রিজে ডিম আছে, ডিমের ঝোল আলু সেদ্ধ ভাত করে কোনওরকমে চালিয়ে নিও।'

শৌনক বলল, 'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। কোমরে কোনও চিড়ফির ধরেনিতো সেটাই এখন চিন্তার।'

'মনে হয় ধরেনি। ধরলে আরও যন্ত্রণা হত।'

'বুঝলে আজকে একটা মজা হয়েছে। যে পায়রেটাকে আমি মেয়ে পায়রা ভেবেছিলাম সেটা আসলে পুরুষ পায়ড়া। মেয়েটাই আর একটার সঙ্গে ভেগে গেছিল। আজ নতুন বর বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নতুনটার সঙ্গে পুরোনোটার ধুন্ধুমার হল। শেষে বাচ্চা নিয়ে নতুনটা চলে গেছে। বাসায় এখন থেকে থেকেই বকম বকম হচ্ছে।' 'এতদিনে আমিও তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম। নেহাত এ মনটা আর কাউকে দিতে পারছিনা তাই। সুযোগ তো আর কম ছিল না।' অনীশা একটু কড়া সুরে বলল। অনীশার হাতের মধ্যে থাকা শৌনকের হাতদুটো হঠাৎই ঠান্ডা হয়ে গেল। অনীশা বুঝতে পারল। হাতদুটো ধরে এক হ্যাচকা টানে শৌনককে বুকের মধ্যে এনে ফেলল।

বিজয়ী

শীলা সোম

অণুগল্প

সকাল থেকেই অর্কর মন ভালো নেই। আজ বিশ্বকর্মা পূজোর দিনে ওরা সবাই মিলে ঘুড়ি ওড়ায়। ছোটকার কাছ থেকে এক ডজন ঘুড়ি ও সে আদায় করেছে। কাঁচের গুড়ো দিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দিয়েছে। কাল বিকেল থেকে তার ধূম জ্বর। মায়ের সাথে ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসায় জ্বর একটু কমলেও শরীরে সেরকম বল নেই ঘুড়ি ওড়ানোর মতো। আর বাবা অফিস যাবার আগে পই পই করে না করে গেছেন অর্ককে মাঠে না যাবার জন্য।

মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। অর্কদের দলই প্রতি বছর জিতে এসেছে। অর্কর জ্বর হওয়ায় ওদের দল মুষড়ে পড়েছে। মাঠে মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে যারা খেলবে তাদের নাম। নানা রকম ঘুড়ি পেটকাটি, চাঁদিয়াল আরও অনেক রকম নাম। বিছানায় উঠে বসতেই মা বলেন মুখ ধুয়ে দুধ পাঁউরুটি খা। ওষুধ খেতে হবে তো! অর্ক ভালো ছেলের মতন তর্ক না করে সবটা খেয়ে নেয়। তারপর ওষুধ খায়। ওদিকে ঘুড়ি ওড়ানো শুরু হয়ে গেছে। ভোকাট্টা চীৎকার শুনে অর্ক বিচলিত হয়ে ওঠে, কে কার ঘুড়ি কাটলো কে জানে! তুমুল হৈ চৈ আবার ভোকাট্টা। মাইকে ঘোষণা হলো সবুজ সাথী ইয়ং স্টার ক্লাবের ঘুড়ি কেটেছে। অর্ক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর অর্কর মা অর্কর মাথা ধুইয়ে বললো ,আমি স্নান করে ঠাকুর দিয়ে এসে তোকে খেতে দেবো। আজ ভাত দেবনা, রুটি দিয়ে তরকারি দিয়ে খাবি। অর্ক বেচারা আর কী করে জানালার কাছে বসে থাকলো। আবার ভোকাট্টা চীৎকার, ঐ আবার, পর পর চীৎকার শুনে অর্কর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, মাইকে ঘোষণা হচ্ছে ইয়ং স্টার এগিয়ে যাচ্ছে। পরের পর ঘুড়ি কেটে। অর্ক দেখলো মা ঠাকুর ঘরে।

সে পা টিপে টিপে ঘরের থেকে বেড়িয়ে দৌড় লাগানো মাঠের দিকে। সেখানে গিয়ে লাটাই হাতে ধরতেই সবাই চীৎকার করে উঠলো, সবুজ সাথী, হিপ হিপ হুররে। অর্কর কোনো দিকে খেয়াল নেই। একটার পর একটা ঘুড়ি কেবল কেটে যেতে লাগলো। ইয়ং স্টারের সব ঘুড়ি কাটা হয়ে গেছে। একটাই ঘুড়ি উড়ছে। হ্যাঁচকা এক টানে শেষ ঘুড়ি টাকে কুপোকাত করে অর্ক পড়ে যেতে ই সবাই চীৎকার করে উঠলো। মাইকে ঘোষিত হলো, এবারের ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল সবুজ সাথী। এর পুরোটাই কৃতিত্ব অর্ক ঘোষের। তবে ও এইমাত্র মাঠে পড়ে যাওয়ায় ওর পুরস্কার ওদের বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসা হবে।অর্ক র মা তো অবাক, কখন কোন ফাঁকে সে বেড়িয়ে গেছে তিনি বিন্দু বিসর্গ ও জানেন না।

তারপর ডাক্তার ডেকে আনা হলো। অর্ক সুস্হ বোধ করতে লাগলো। বাবা অফিস থেকে এসে এই খবর শুনে রেগে গেলেন বললেন বার বার না করা সত্ত্বেও কেন এমন কাজ করলি? হাতটা তুলতেই অর্ক চোখ বন্ধ করে ফেললো বাবা যা রাগী একটা বিরাট মাপের থাপ্পড় বুঝি তার গালে এসে পড়ে! কিন্তু না এতো মাথায় আলতো হাতে র স্পর্শ। এটুকু বয়সে দলের কথা ভাবতে শিখেছে।

দলকে জেতানোর জন্য অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে গেছে।

না আমার ছেলেটা খারাপ নয়। এই বলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তইরান আবাবিল

জৈদুল সেখ

মুহুর্মুহু গোলা বারুদ
ধুলো ধূসর বালুকণার নিচে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত নগ্ন বালিকা
খালি থালা ! হাত নাড়তে নাড়তে এলিয়ে পড়ছে রক্তের উপর ...
গোলাপের পাপড়ীগুলো বিষাক্ত পাথরে চাপা পড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন
দুমড়ানো মুচড়ানো ধ্বংস স্তুপের নিচে ছটফট করা গুমড়ানো শিশুর
সারিসারি তাজা রক্তাক্ত লাশ !
কেউ মায়ের কোলে কেউ বা মাকে বুকে নিয়ে নিস্পন্দ নিস্তেজ।
নেই পানি ! নেই কোনো ত্রানের প্রতিশ্রুতি !
কেবই লাশের উপর লাশ দিবারাত্রীর ত্রাশ!

এভাবেই কী মরে যেতে হবে !
যুদ্ধ জানিনা বলে ...
চোখের সামনেই কী দেখে যেতে হবে ?
অন্ধকার তাবুর নিচে সদ্য শিশুর আর্তনাদ !
যুদ্ধ জানিনা বলে কী বিপ্লব দীর্ঘজীবি হবে না!
যুদ্ধ জানিনা বলে কী
এজিদের হাতে ছেড়ে দেব মা বোনের ইজ্জত !
যুদ্ধ জানিনা বলে কী ধ্বংস করতে পেরেছিল কাবা ?
অভ্রভেদী আকাশের বুক চিরে ঐ দেখো
তইরান আবাবিল ...
মনে কী পড়ে?
ঝির ঝির পাথরের বৃষ্টি কখনো কখনো
গোলা বারুদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়।

বীরযোদ্ধা

ফারজানা ইয়াসমিন

তোমাদের যুদ্ধে আমিও আছি সাথে,
তোমাদের বয়ে যাওয়া রক্তের সাথে
আমারও বুকের রক্ত বয়ে গেছে।
আমিও দিলাম স্লোগান চিৎকার করে,
তোদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে।
তোমাদের সাহসে জেগে উঠুক
পৃথিবীর সকল মুসলমান।
নিজের মাটি রক্ষা করতে
তোমরা অনায়াসে দিয়ে গেছো প্রাণ।
হাসতে হাসতে জীবন ধরেছো বাজি,
ধর্মের লড়াইয়ে তোমরা নিঃস্ব হতেও রাজি।
প্রার্থনা করি এই যুদ্ধের ময়দানে
তোদের হয় যেন জয়,
পৃথিবীর কাছে তোমাদের নাম রবে অক্ষয়।
ধ্বংস স্তুপের মাঝেও তুমি সাহসী বীরযোদ্ধা,
ফিলিস্তিনি মুসলিম তোমরা সর্বকালের সেরা।

ছড়া-ছড়ি

হামাস

আব্দুল মুকিত মুখতার

হামাস বিজয়ী হবে নিশ্চয়
এতে নাই কোন সংশয়,
মহান আল্লাহর দীপ্ত প্রতীজ্ঞা
মুসলমানের নিশ্চিত জয়।
এতে নাই কোন সংশয়
যতই করো ছলচাতুরী
ঐক্যবদ্ধ সত্যাপন
ফুৎকারে হবে না ধ্বংস
মুসলমানের আয়োজন।
অস্ত্র ভাণ্ডার যতই থাকুক
চারিদিক ঐশ্বর্যময়
ফিলিস্তিনি করে না ভয়।
হামাসের জয় হবে নিশ্চয়।
এতে নাই কোন সংশয়
কোথায় গেল চেঙ্গিশখান
কামালপাশা আকবর
ব্রিটিশ–বেনিয়া কূট কৌশল
ছদ্মবেশী মির্জাফর।
বুশ–ব্লেয়ারের ব্যাটাগীরি
কোথায় গেল ধনঞ্জয়
আফগানিস্তান ছাড়তে হলো
মাথায় নিয়ে ক্ষতিক্ষয়।
মুসলিমের জয় হবে নিশ্চয়
এতে নাই কোন সংশয়
স্বাধীনতাকামী হামাস যোদ্ধা
স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধ করে
তাদেরকে সন্ত্রাসী কেবল
ইহুদি–মার্কিন বলতে পারে।
এদের সুরে সুর মিলিয়ে
কথা বলে আজ যারা
আব্দুল্লা সাবার বংশধর
যুগ যুগ ধরে তারা।
মুনাফিকদের কথায় একটুও
হবে না মুমিনের কোন ক্ষয়।
মুসলিমের জয় হবে নিশ্চয়
এতে নাই কোন সংশয়
বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ
দুইদিক থেকেই লাভবান
ক্ষতি তো নাই কোন দিকে
যেহেতু আমরা মুসলমান।
আল্লাহর নির্দেশ মানতে তবু
আসুক যত অবক্ষয়।
হামাসের জয় হবে নিশ্চয়
এতে নাই কোন সংশয়
কাফিরের শক্তি ধূর্তচিন্তা
অন্তরে নাই সাহস বল
মুকিত বলে ঈমানই শক্তি
মুসলমান নয় একটু দুর্বল।
ইহুদী–মার্কিন বুঝবে এবার
কেমন হবে মহাপ্রলয়।
হামাসের জয় হবে নিশ্চয়
এতে নাই কোন সংশয়

সম্প্রীতি

নাজিবর রহমান

সকালে উঠিয়া দেখি,
শারদীয়া শুভেচ্ছা লোয়ে
চকচকে রোদ্দুর এলো
ঝম ঝম, ঝিরঝিরে
বর্ষার সাদা কালো চাদর চিরে ।
সে দিয়ে গেলো
উন্মীলিত চোখে চোখে
ফুর্তি কিরণ ,
উন্মুখ হৃদয় ভবে
লয়ে লয়ে দিলো
আনন্দ লহরী ভরে।
আমার চোখে পড়ে
বাংলার গ্রাম শহরের
অলিতে গলিতে
লাল নীল সবুজের লাইটিং,
চোখ ধাঁধান, মন জুড়ানো
আলোক সজ্জায়
মন্দির মন্ডপ জাগে
ফিবছরের উদ্ভাবনে
নব্য নতুন থিমে থিমে ।
মন ভরে দেখি
লেটেস্ট ডিজাইন করা
পোশাক গায়ে
ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
দলে দলে মণ্ডপে মন্ডপে
অঞ্জলি নেয় ভরে।
শুনেছি বিভিন্ন জনের নিকটে
রাজ্যের সরকার
অর্থ বরাদ্দ করে
সাহায্যের তরে
পূজা কমিটির ভান্ডারে ভান্ডারে।
লোকে এসে বলে
চাঁদার জুলুম
কোথাও কমে কোথাও বাড়ে
হুমকি ধমকি কোথাও অত্যাচার
হয়ে যাই চাঁদার তরে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকে
চাঁদার দল প্রস্থানের পরে।
সম্প্রীতি সদ্ভাব থাকুক বজায়,
প্রচার করে রাজ্যের সরকারে।
সুস্থ শান্ত মানব সমাজে
আপন ধর্মাচার
করুক সবাই আপন নিয়মে,
অন্যদের যেন না দেয় আঘাত
অন্যরা ও যেন না দেয় ব্যাঘাত,
প্রশান্ত হৃদয় মোদের
এটাই কামনা করে।

ফিলিস্তিনি

মোঃ ইজাজ আহামেদ

আমি ফিলিস্তিনি,
আমি নিজ দেশেই পরবাসী,
প্রায় সারাবছর বারুদের গন্ধ বাতাসে মিশে,
স্বজন হারার কান্নার রোল আকাশে ভাসে,
আমার দেশ আজ আর নেই বড়ো,
হিংস্র দখল নেওয়া হয়েছে, এখন ছোট ভূমি,
আমি অবরুদ্ধ।
পবিত্রভূমি অত্যাচারিত।
নিষ্ঠুর হামলা, নিষ্ঠুর বর্বরতা তাড়া করছে;
পা বাড়াচ্ছি কাঁটাতারের বেড়ায়
এক আকাশ অন্ধকার মাথায় নিয়ে,
স্বজন হারার এক পৃথিবী দুঃখ হৃদয়ে নিয়ে,
পরাধীনতার গ্লানি মাথায় নিয়ে;
বাঁচার এক টুকরো স্বপ্ন ঘাড়ে নিয়ে চলেছি এগিয়ে;
বিশ্ব শুধু দেখছে নীরব নয়নে;
আমি শরণার্থী,
আমি শরণার্থী।
আমার প্রতিবাদ মৃত্যু পর্যন্ত চলবে,
নিজ দেশে বেচেঁ থাকার লড়াই সারাজীবন চলবে,
আমার যুদ্ধ দখলদারির বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে,
আমার বিশ্বাস ইনশাল্লাহ আমি একদিন জিতব,
নিজ দেশেই বাঁচবো।

লাগে পরাধীন

ইমদাদুল ইসলাম

অদ্য ভারতীয় মোরা স্বাধীন এ ভূমে
বুঝি কি স্বাধীনতা কী? বুঝি রক্ত ঋণ?
দানে যাহা শহীদেরা, কালে চির ঘুমে।
দেখি যেন সারা দেশ মূর্খের অধীন,
শত মানির সম্মান ভূলুণ্ঠিত আজ;
ভন্ড কুলের দাপটে লাগে পরাধীন।
ডাল কুত্তার ছোবলে আজিকে সমাজ,
ছিড়ে ছিড়ে চাহে খায় নারীত্ব, সম্মান;
চাহে মুঠো মুঠো সুখ ত্যজি যত লাজ।
লুটিছে মূর্খের দল যত ধন মান,
নিস্পৃহ বেকুব সভ্য, ধরণী বেসুরে;
দিশাহীন কত শত প্রতিবাদী প্রাণ।
স্বাধীনতার আস্বাদ যেন বহু.... দূরে,
জ্ঞাত নহি পাই কবে ন্যায্যতা হায়□রে!

এল ক্লাসিকো জিতে শীর্ষে রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ১-২ রিয়াল মাদ্রিদ
আর কে? জুড বেলিংহাম!
রিয়াল মাদ্রিদ শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছে–আছেন বেলিংহাম, রিয়ালকে ম্যাচে ফেরাতে হবে–আছেন বেলিংহাম, শেষ মুহূর্তে গোল করে রিয়ালকে জেতাতে হবে–আছেন সেই বেলিংহাম।
স্প্যানিশ ফুটবলের অভিষেক মৌসুমেই ২০ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার ব্যাপারগুলোকে যেন অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন।
লা লিগায় আজ মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতেও তাঁর পায়ের ঝলক দেখা গেল। একবার নয়; দুবার। বেলিংহামে জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়েও বার্সাকে তাদের 'নতুন ঘর' এস্তাদি অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে স্তব্ধ করে দিল রিয়াল। ২-১ ব্যবধানের ঘুরে দাঁড়ানো এ জয়ে জিরোনাকে সরিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও উঠে এল মাদ্রিদের ক্লাবটি। ১১ ম্যাচে কার্লো আনচেলত্তির দলের পয়েন্ট ২৮। চমক দেখাতে থাকা জিরোনার পয়েন্টও ২৮। তবে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে নেমে যেত হলো জিরোনাকে। জাভি হার্নান্দেজের বার্সেলোনা ২৪ পয়েন্টে আটকে থেকে তিনেই রয়ে গেল।
অথচ ম্যাচের ৬ মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইলকাই গুন্দোয়ান। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে গত মৌসুমে ট্রেবলজয়ী তারকার এটাই বার্সার হয়ে প্রথম গোল। এ গোলে দায় আছে রিয়াল ডিফেন্ডার ডেভিড আলবারও। স্লাইডে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টা করে পারেননি আলাবা। বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ওয়ান-অন-ওয়ানে লক্ষ্যভেদ করেন গুন্দোয়ান।
শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেশ গোছালো ফুটবল খেলতে থাকে বার্সা। ১৬ মিনিটে নিজেদের ভুলে আবারও গোল খেতে বসেছিল রিয়াল। নিজেদের ডি বক্সের একটু বাইরে তারা দখল হারালে বল পেয়ে যান ফেরমিন লোপেজ। তাঁর শট পোস্টে বাঁধা পাওয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় রিয়াল।
প্রথমার্ধে রিয়ালের খেলা ছিল ধীরগতির, দূরপাল্লার শটে কয়েক দফা সুযোগ তৈরির চেষ্টা করেন ভিনিসিয়ুস-রদ্রিগোরা; যদিও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। তবে বিরতির পর আক্রমণে জোর দেয় রিয়াল। ৬৮ মিনিটে গোলও পেয়ে যায়। দূরপাল্লার বুলেট গতির শটে দলকে সমতায় ফেরান বেলিংহাম। গোলটা দেখে মাঠে থাকা বার্সার খেলোয়াড়েরা যেমন ভড়কে যান, গ্যালারিতে থাকা সমর্থকেরা হয়ে পড়েন বাকরুদ্ধ। ম্যাচটা যখন ড্রয়ের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল, তখনই বেলিংহাম তাঁর আসল খেল দেখান। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ক্রস বাড়ান দানি কারভাহাল। সেটা লুকা মদরিচের পায়ে লেগে খুঁজে নেয় ফাঁকায় দাঁড়ানো বেলিংহামকে। ডান পায়ের আলতো টোকায় অনায়াসে বার্সার জাল কাঁপান তরুণ মিডফিল্ডার।

৭৭১ রানের ম্যাচে ৫ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: শেষ ৬ বলে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১৯ রান। বোলিংয়ে সময় বেশি নিয়ে ফেলার শাস্তি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বাউন্ডারির ফিল্ডার তখন মাত্র ৪ জন। মিচেল স্টার্কের ৫ ওয়াইড আর জিমি নিশাম-ট্রেন্ট বোল্টদের তিনটি ডাবলসে সমীকরণটা নেমে আসে ২ বলে ৭ রানে।
কিন্তু পঞ্চম বলে স্টার্কের কোমর-উচ্চতার ফুল টসে নিশাম না পেরেছেন বড় শট খেলতে, না পেরেছেন দুই রান নিতে। নিশামের রানআউটের পর শেষ বলে ছয়ের হিসাব মেলাতে পারেননি লকি ফার্গুসন। অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৮ রান তাড়ায় কিউইদের ইনিংস থামে ৩৮৩ রানে। রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৫ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের এই লড়াইয়ে দুই দল মিলে উঠেছে ৭৭১ রান, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। ভেঙে গেছে এবারের আসরেই দিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ওঠা ৭৫৪ রানের রেকর্ড।
টানা দুই হারে টুর্নামেন্ট শুরু করা অস্ট্রেলিয়া টানা ৪ জয় তুলে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছে। ৬ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চারে অস্ট্রেলিয়া। সমান ম্যাচে সমান জয় তুলে নেওয়া নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহও ৮ পয়েন্ট। অস্ট্রেলিয়ার (০.৯৭০) চেয়ে রান রেটে এগিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় নিউজিল্যান্ড (১.২৩২)।
৪০০-এর কাছাকাছি রান তাড়া করতে নেমে ৫.১ ওভারেই ৫০ তুলে ফেলেন দুই কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। তবে জশ হ্যাজলউড পরপর দুই ওভারে দুজনকেই তুলে নিলে নিউজিল্যান্ডের রানের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে।
নিউজিল্যান্ডকে জয়ের পথে রেখেছিল রাচিন রবীন্দ্রর ইনিংস।

তিনে নামা এই বাঁহাতি প্রথমে ড্যারিল মিচেল, এরপর অধিনায়ক টম ল্যাথামকে নিয়ে দুটি পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি গড়েন। একপ্রান্তে সতীর্থদের আসা-যাওয়া দেখলেও রবীন্দ্র টিকেছিলেন ৪১তম ওভার পর্যন্ত। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা এই বাঁহাতি এই ম্যাচেও শতক তুলে নেন, থেমেছেন ১১৬ রানে। প্যাট কামিন্সকে তুলে মারতে গিয়ে বাউন্ডারিতে মারনাস লাবুশেনের ক্যাচ হওয়ার আগে ৮৯ বলের ইনিংসটিতে মেরেছেন ৯টি চার ও ৫টি ছয়।
রবীন্দ্র আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডকে শেষের রোমাঞ্চে নিয়ে যান নিশাম। রান আউট হওয়ার আগে ৩টি করে চার ও ছয়ে ৩৯ বলে ৫৮ রান করে যান এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।
এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেও ছিল বাউন্ডারি আর রানের ছড়াছড়ি। হাতের চোট সেরে ৪৩ দিন পর ক্রিকেটে ফেরা ট্রাভিস হেড ২৫ বলেই তুলে ফেলেন অর্ধশতক, ৫৯ বলে শতক। আরেক প্রান্তে ডেভিড ওয়ার্নার খেলেন ৬৫ বলে ৮১ রানের ইনিংস। দুই বাঁহাতির ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রথম ১০ ওভারে ১১৮ এবং জুটিতে ১৯.১ ওভারে ১৭৫ রান পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।
নিউজিল্যান্ড ওয়ার্নার-হেডের 'ঝড় থেকে মুক্তি' পায় গ্লেন ফিলিপসের স্পিনে। খণ্ডকালীন এই অফ স্পিনার ম্যাচের ২০ থেকে ৩০তম ওভারের মধ্যে দুই ওপেনারের পাশাপাশি স্টিভেন স্মিথের উইকেটও তুলে নেন। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩ উইকেট নেওয়ার পথে ফিলিপসের খরচ ৩৭ রান, ওভারপ্রতি ৩.৭। নিউজিল্যান্ডের বাকি বোলাররা ৪০ ওভার বলে করে দেন ৩৫০ রান, ওভারপ্রতি ৯.৯ রান।
ওয়ার্নারের ৮১ আর হেডের ৬৭ বলে ১০৯ রানের ইনিংস বাদে অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ ৫০-এ পৌঁছাতে পারেননি। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রান জশ ইংলিসের। একসময় অস্ট্রেলিয়ার রান ৪০০ পার হবে মনে হলেও শেষ আট বলের মধ্যে মাত্র ১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেমে যায় ৩৮৮ রানে। যদিও এই রানটাই শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিয়েছে তাদের। ম্যাচসেরা হন প্রায় দেড় মাস পর মাঠে ফেরা হেড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া: ৪৯.২ ওভারে ৩৮৮ (হেড ১০৯, ওয়ার্নার ৮১, ইংলিস ৩৮, কামিন্স ৩৭, মার্শ ৩৬; ফিলিপস ৩/৩৭, বোল্ট ৩/৭৭)।
নিউজিল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৩৮৩/৯ (রবীন্দ্র ১১৬, নিশাম ৫৮, মিচেল ৫৪, ইয়ং ৩২; জাম্পা ৩/৭৪, কামিন্স ২/৬৬, হ্যাজলউড ২/৭০)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৫ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা: ট্রাভিস হেড।

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধেও জয় পেল না বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জয়ের পর টানা চার হার। জয়ে ফিরতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজকের ম্যাচকে পাখির চোখ করছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ডাচদের বিপক্ষেও সাকিব আল হাসানরা জয়ে ফিরতে পারেননি। আগে ব্যাটিং করে ২২৯ রানে অল আউট হয় নেদারল্যান্ডস।
রান তাড়ায় ১৪২ রানে অল আউট হয়েছে বাংলাদেশ। ৮৭ রানে ম্যাচ জিতেছে নেদারল্যান্ডস। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ধুঁকতে থাকে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার ফিরে যান ১৯ রানের মধ্যে। লিটন ৩ ও তানজীদ হাসান তামিম ১৫ রান করেছেন।
এরপর ৯ রানে আউট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। নাজমুলকে অনুসরণ করেছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। ১৪ বলে ৫ রান করেছেন তিনি।
৪ রান পরে এক প্রান্ত রাখলে রাখা মেহেদী হাসান মিরাজও ফিরেছেন বাস ডি লিডের বলে। ৪০ বলে ৩৫ রান করেছেন মিরাজ। ৬৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে তখন

বিপর্যয়ে বাংলাদেশ।
এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা দূরে থাক, মুশফিকুর রহিম আউট হয়েছেন দলের স্কোরে আর ১ রান যোগ করে। তবু শেখ মেহেদী হাসান ও মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদের জুটিতে জয়ের আশাই করছিল বাংলাদেশ। দুজন এগোচ্ছিলেনও ভালোভাবে। তবে ১০৮ রানের মাথায় রান আউট হয়ে শেখ মেহেদী ফিরলে বাংলাদেশের ওই আশাও শেষ হয়ে যায়। ৩৮ বলে ১৭ রান করেছেন শেখ মেহেদী।
এরপর মাহমুদ, তাসকিন, মুস্তাফিজরা হারের ব্যবধানই কমিয়েছেন মাত্র। মাহমুদ ২০, তাসকিন ১১ ও মুস্তাফিজ ২০ রান করেছেন। এর আগে নেদারল্যান্ডসকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে দেন ওয়েসলি বারেসি, অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস, সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট ও লগান ভান বিক। বারেসি ৪১, এডওয়ার্ডস ৬৮, এঙ্গেলব্রেখট ৩৫ ও ভান বিক অপরাজিত ২৩ রানের ইনিংস খেলেছেন।

ক্যাচের জন্য গ্লেন ফিলিপসের ডাইভ। এই ক্যাচে আউট হন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান জশ ইংলিস। আজ ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে

সিটি ছেড়ে আলভারেজ রিয়াল নাকি বার্সায়?

আপনজন ডেস্ক: নিরন্তর ছুটে চলছেন আর্জেন্টাইন তরুণ ফরোয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেজ। গত মৌসুমে ম্যানসিটির ট্রেবল জয়েও রেখেছেন বড় ভূমিকা। কিন্তু ম্যাচে বেশির ভাগ সময়ই বদলি হয়ে খেলেন তরুণ তারকা। তারপরও সর্বসাকুল্যে গোল করেছিলেন ১৭টি। গুঞ্জন রটেছে, ইংলিশ ক্লাবটি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ২৩ বছর বয়সের এই ফুটবলার। চলতি মৌসুমে সিটির জার্সি পরে নিয়মিত ছিলেন আলভারেজ। তবে নিজের পজিশনে নয়, অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বা সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে নিয়মিত ছিলেন।
সিটির জার্সিতে চলতি মৌসুমে নিয়মিত খেলছেন আলভারেজ। তবে সেটা নিজের সেরা পজিশন ছেড়ে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বা

সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে। কিন্তু হালান্ডের মতো দুর্দান্ত গোল স্কোরার থাকায় নিজের পছন্দের স্ট্রাইকিং পজিশনে খেলতে সক্ষম নন ২৩ বছর বয়সের এই তরুণ। তাই কিছুটা অখুশি এই বিশ্বকাপ জয়ী। যার ফলে এ তারকা ফরোয়ার্ড ইত্তিহাদ ছাড়তে চান। সূত্রের খবর , ক্লাব ম্যানসিটিও আলভারেজকে ছাড়তে প্রস্তুত। সে জন্য দলগুলোকে ৮০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব করতে হবে।

সাফল্যের জন্য কী খাচ্ছেন কোহলি

আপনজন ডেস্ক: এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত এক বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। বর্তমানে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় দুই নম্বরে আছেন ভারতীয় এই ব্যাটসম্যান। ৫ ম্যাচে ১১৮ গড়ে করেছেন ৩৫৪ রান। যেখানে ১টি শতকের সঙ্গে আছে ৩টি অর্ধশত রানের ইনিংসও। তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার কুইন্টন ডি কক। ৬ ম্যাচে তাঁর রান ৭১.৮৩ গড়ে ৪৩১।
ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকা কোহলি ফিল্ডিংয়েও অনেকের চেয়ে এগিয়ে আছেন।
কদিন আগে আইসিসি প্রকাশিত বিশ্বকাপের সেরা ফিল্ডারদের রেটিং তালিকাতে সবার ওপরে ছিল কোহলির নাম। তাঁর এমন সাফল্যের পেছনে অনুশীলনে ঘাম ঝরানো তো রয়েছেই, ভূমিকা আছে তাঁর পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসেরও।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া খুঁজে বের করেছে বিশ্বকাপে কোহলি কী কী খাচ্ছেন, সেই তালিকা। যেখানে প্রত্যাশিতভাবে স্বাস্থ্যকর সব খাবারের নামই সামনে এসেছে।বিশ্বকাপে খেলার জন্য যেসব হোটেলে কোহলি অবস্থান করছেন, সেখানকার এক পাচক কোহলির খাদ্যতালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন।
টাইমস অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলাপে লিলা প্যালেসের নির্বাহী পাচক আংশুমান বালি জানিয়েছেন, হোটেলে অবস্থানকালে কোহলি কোনো মাংস-জাতীয় খাবার খাননি।হোটেলটিতে থাকাকালে কোহলি মূলত ভাপে তৈরি খাবারই বেশি বেছে নিয়েছেন।
যেমন ভেজিটেরিয়ান ডিম সাম (সবজির পুর দেওয়া একধরনের খাবার), প্রোটিনসমৃদ্ধ সবজি যেমন সয়া, মক মিট (মাংসের বিকল্প হিসেবে তৈরি সবজি) এবং তৌফোর (সয়া দুধকে জমিয়ে তৈরি করা একধরনের খাবার) মতো চর্বিহীন প্রোটিন। আংশুমান জানান, কোহলি তাঁর খাদ্যতালিকায় দুগ্ধযুক্ত খাবার খুবই কম রেখেছেন।

পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের জরিমানাও গুনতে হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: চেন্নাইয়ে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে মন্থর ওভার রেটের কারণে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসি আজ বিষয়টি জানিয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সে ম্যাচে ১ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান। রোমাঞ্চকর এ ম্যাচে ১৬ বল হাতে রেখে পাকিস্তানের ২৭০ রানের লক্ষ্য টপকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে প্রথম ২ ম্যাচে জয়ের পর সেটি ছিল পাকিস্তানের টানা চতুর্থ হার। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে পাকিস্তান।
আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪ ওভার পিছিয়ে থাকায় আইসিসি ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন পাকিস্তান দলকে এই জরিমানা করেন।' আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতিটি ওভার পিছিয়ে থাকার জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ অর্থ জরিমানা করা হয়। মঙ্গলবার কলকাতায় বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

জিপিএল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ
আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট জগতে গ্রামীণ এলাকা থেকে প্রতিভা উঠিয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে আইপিএলের ধাঁচে গাজিনগর প্রিমিয়ার লিগ তথা জিপিএল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ানে। শনিবার ধুলিয়ানের গাজিনগরে আয়োজিত এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে উদ্বোধন করে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন জিপিএলের উদ্যোক্তা তথা আর পি জুয়েলার্সের মালিক কাদির শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন প্লেয়ারদের পারস্পরিক পরিচিতি ও টসের মাধ্যমে শুরু হয় খেলা। শর্ট বাউন্ডারির এই খেলায় মোট ১৬ টি টিম অংশগ্রহন করেন। জিপিএলের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গত ৩ অক্টোবর গাজীনগরে আইপিএলের ধাঁচে নিলাম করা হয় প্লেয়ারদের। সেখানে ৩৭০ জন প্লেয়ার সামিল হন। সেখানেই ১৬ টি টিমে মোট ১৯২ জনকে নিলাম করা হয়। শনিবার সেই টিমের খেলা দেখতে সাধারন মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পাঁচ ওভার করে এই খেলা চলবে রাত্রি পর্যন্ত। অভিনব উদ্যোগের এই খেলায় বিজয়ী টিমকে ট্রফি দেওয়ার পাশাপাশি ৪৫ হাজার টাকা ও রানার্স টিমকে ৩৫ হাজার টাকা পুরুস্কার প্রদান করা হবে বলেই জানান উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি ম্যান অফ দ্যা সিরিজ কে একটি সাইকেল প্রদান করা হবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**